পলিন। নং ১৩০৭

(গীতি নাট্য)

[মিনার্ভা থিয়েটারে অভিনীত]

শ্রীক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ প্রণীত।

২০১ নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

উইলকিন্স প্রেসে

কলেজস্কয়ার হইতে

জে, এন, বসু দ্বারা মুদ্রিত।

১৩১৭।

মূল্য ॥০ আট আনা।

প্রস্তাবনা।

গীত।

কয়ে থাক যদি ব্যথার কথা, খুলে থাক যদি প্রাণ।
নয়নের জলে ভিজায়ে হৃদয় করে থাক যদি দান॥
(যদি) এমনি মধুর চাঁদের আলোকে,
কম্পিত হৃদে পলকে পলকে,
অধরে অধর-পরশ মাখান সুধা করে থাক পান।
তবে সুধীবর এসো হে,
ধীরে ধীরে পাশে বসো হে,
এমন তরল চাঁদিনী যামিনী না হতে অবসান।
প্রাণে প্রাণে ভরি লহ উপহার এ নব মিলন গান॥

পলিন।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।।

প্রাসাদ সংলগ্ন সুসজ্জিত উদ্যান, দূরে নীল পাহাড়।

উদ্যান-রক্ষক।

রক্ষক। তাইত, বসে বসে অনেকক্ষণ ঘুমিয়ে পড়েছি ত! যা করেছি কি! পূর্ব্ব দিক যে ফরসা হয়ে গেছে! আর ঘুমুবার অপরাধ কি! চিরকালটাই সারারাত সমভাবে জাগছি। মানুষের দেহ ত, আর কত সয়! আর জেগেই বা কি, ঘুমিয়েই বা কি—মিছে জাগা—আমাদের বাদসার রাজ্য থেকে চোরের নাম উঠে গেছে—তখন মিছে জেগে লাভ কি! দুনিয়ার ভেতরে এমন বুকের পাটা কার যে, বাদসার বাড়ীর দোরে, দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ বাগিচায় চোর হয়ে প্রবেশ করে!

নেপথ্যে। কে ওখানে?

রক্ষক। একি—বাদসা! এই ভোরে! আমাকে দেখতে পেলেন নাকি! দেখতে পেলেই ত গিয়েছি!

(আলমামুনের প্রবেশ)

আল। কে ওখানে? (রক্ষকের অভিবাদন) তুইই এখানের পাহারাদার?

রক্ষক। আজ্ঞে জাঁহাপনা।

আল। ওখানে কে? আরে আহাম্মোক ও দিকে চাচ্ছিস কি!

নীচে নয় উল্লুক—উপরে ওই নীল পাহাড়ের গায়। দেখতে পাচ্ছিস না, কে যেন একটী বালক দাঁড়িয়ে রয়েছে!

রক্ষক। হাঁ জাঁহাপনা, এক ছোকরা।

আল। ছোকরা ওখানে কেমন ক'রে গেল! কাঁপছিস কি, খাড়া রও, সচ্ বোলো।

রক্ষক। গোলাম জানে না!

আল। এ দিক দিয়ে যায় নি?

রক্ষক। কই না জাঁহাপনা!

আল। ঠিক?

রক্ষক। গোলাম্ ত পাহারা দিচ্ছে।

আল। হাসান!

(হাসানের প্রবেশ)

হাসান। ব্যবস্থা করে এসেছি জাঁহাপনা—এতক্ষণ সমস্ত সহর সৈন্য পরিবেষ্টিত হয়েছে।

আল। বেশ করেছ, এখন একবার দেখ ত নীল পাহাড়ের ওপরে কে উঠেছে—আর কোথা দিয়ে উঠেছে। যদি এই পথ দিয়ে গিয়ে থাকে, তাহ'লে—এই কম্-বখ্‌ত্কে কোতল-কর। যদি অন্য পথ দিয়ে গিয়ে থাকে, তাহ'লে সেই পথের পাহারাদারকে আমার কাছে নিয়ে উপস্থিত কর। উল্লুকেরা জানে না যে ওখান থেকে আমার অন্দর দেখা যায়।

হাসান। আর যে উঠেছে, তার সম্বন্ধে কি করব?

আল। তুমি শুধু তাকে ধরে আমার কাছে নিয়ে আসবে। হয় সে উন্মত্ত, নয় সে মৃত্যুকামী। নইলে আলমামুনের সহরে এসে তার অন্দর দেখতে সাহস করে, এমন সাহসী দুনিয়ায় আছে! যাও,

দেরি ক'র না, দেরি করলে সরে পড়তে পারে। আর এই বান্দাকে আটক কর।

[রক্ষক ও হাসানের প্রস্থান।

দুনিয়ার অধীশ্বরত্ব পেয়েও আমি দুঃখের হাত থেকে নিস্তার পেলুম না। সকলেই জানে আমার মতন সুখী সম্রাট আর নেই। আমার রাজ্য সেই সুদূর ইস্পানীদের দেশ থেকে হিন্দুস্থানের সীমা পর্য্যন্ত বিস্তৃত। আমার রাজধানীতে জগতের জাতি সমবেত হয়েছে। সহস্র ক্রোশ দূরে ভীম অরণ্যের ভিতরে আমার নাম নিয়ে সালঙ্কারা রমণী দস্যুদলের লোলুপ দৃষ্টির সম্মুখ দিয়ে হাসতে হাসতে চলে যায়। শীকারের উপর লাফ দিতে গিয়ে হিংস্র সিংহও যদি আমার নামের দোহাই শুনতে পায়, তা হ'লে সেও মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে শীকার ফেলে পলায়ন করে। কিন্তু আমি জানি সেই আমার মতন দুঃখী দুনিয়ায় আর নেই। কেন নেই, তা আমি নিজের কাছে বলতেও সাহস করি না। পাছে প্রকৃতি শুনতে পেয়ে চার ধার থেকে তীব্র রহস্যে আমার মর্ম্মে শেল বিদ্ধ করে। কি খবর?

(উজীরের প্রবেশ)

উজীর। মোবারককে কোথায় পাঠিয়েছিলেন জাঁহাপনা?

আল। মোবারক ফিরে এসেছে?

উজীর। ফিরে এসেছে—কিন্তু সে অকৃতকার্য্য হয়েছে ব'লে জাঁহাপনার সঙ্গে দেখা করতে সাহস করছে না। সে আমার কাছে বিদায় গ্রহণ করতে চায়।

আল। বিদায় নেবার কিছু প্রয়োজন নেই। আমি যাকে পৃথিবী অন্বেষণ করে খুঁজে পাইনি, তার অন্বেষণে অকৃতকার্য্য হ'য়ে তার লজ্জার বিষয় কিছুই নেই।

উজীর। কাকে অন্বেষণ জাঁহাপনা?

আল। কাকে!—কি বলব উজীর—বলতে আমার হৃদয়-বলে কুলিয়ে উঠছে না।

উজীর। বিশ্ববিজয়ী আলমামুন, শত শত দর্পী সাম্রাজ্যপতির মস্তক অবনতকারী আলমামুন—তাঁর হৃদয়-বলে কুলিয়ে উঠছে না! সে নামের কি এতই শক্তি জাঁহাপনা!

আল। তার কথা মনে করতেই আমার চোখের সম্মুখ দিয়ে আমার বিশাল সাম্রাজ্য অন্ধকার সাগরে বিলীন হয়ে যায়। তখন মনে হয় উজীর, আলমামুনের চেয়ে পথের ভিখারীও বুঝি সুখী।

উজীর। সম্রাট! দুনিয়ার মালিকের সুখের অংশভাগী বলে এতকাল আমি নিজেকে পরম ভাগ্যবান স্থির করেছিলুম, এখন বুঝলুম সেটা ভ্রম। এখন দুঃখের অংশভাগী হবার জন্য আমি ব্যাকুল হয়েছি। আমার প্রতি করুণা করুণ।

আল। আমার স্ত্রী!

উজীর। সে কি জাঁহাপনা—তিনিত প্রাসাদে অবস্থান করছেন। রুস রাজকুমারীকেই আমরা সাম্রাজ্ঞী বলে জানি।

আল। সে আমার ঐশ্বর্য্যের সহচরী—দিগ্বিজয়ে পৃথিবীর বড় বড় রাজা ও সম্রাটদের হারিয়ে, তাদের রাজ্য লুট করে যে সমস্ত অমূল্য রত্ন সংগ্রহ করে আমি ইস্তাম্বুলে এনেছি, সাম্রাজ্ঞীই তার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। কিন্তু উজীর, এ তা নয়—এ আমার দুঃখের সঙ্গিনী—আমার সহধর্ম্মিনী।

উজীর। তাতো কই এক দিনও আপনার মুখে শুনিনি!

আল। কেমন করে শুনবে! তোমরা আমার ঐশ্বর্য্যের সঙ্গে, আমার ধরণী-সীমান্তগামি রাজ্যের সঙ্গেই পরিচিত। আমার পূর্ব্ব-জীবনের সঙ্গে আমার জন্মভূমির একটা ক্ষুদ্র পল্লীর একটা অর্দ্ধভগ্ন কুটীরের সঙ্গে ত পরিচিত নও।

উজীর। না সম্রাট, তা নই।

আল। সেই কুটীরবাসী এক যুবক, সেই পল্লীর এক দরিদ্র-কন্যাকে বিবাহ করেছিল।

উজীর। তারপর?

আল। উভয়েই দরিদ্র—কপর্দ্দকশূন্য যুবক যুবতী, পরস্পরে শুধু প্রেমের যৌতুক দানে আবদ্ধ হয়েছিল। উজীর! পল্লীর সে দাম্পত্য-জীবনের সুখ, এখন যদি আমার সাম্রাজ্য বিনিময়েও কেউ আমাকে ফিরিয়ে দেয়, আমি তাও দিতে প্রস্তুত আছি।

উজীর। পেতে বাধা কি?

আল। বাধা অদৃষ্ট! তাকে সুখী করবার জন্য আমি অর্থোপার্জ্জনে বিদেশ যেতে তার কাছে বিদায় প্রার্থনা করি। তাতে সে আমাকে বলেছিল—"আমি রাজ্যৈশ্বর্য্যের প্রয়াসিনী নই। তুমিই আমার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সুখ।" কুক্ষণে আমি সে কথায় অবিশ্বাস করেছিলুম। আমি রমণী-হৃদয়-মাহাত্ম্য বুঝতে না পেরে অর্থে তাকে সুখী করতে গৃহত্যাগ করলুম। পথে দস্যু কর্ত্তৃক ধৃত হলুম, এক ক্ষুদ্র সরদারের কাছে বিক্রীত হলুম, ক্রমে অদৃষ্টের প্রসন্নতায় সরদারী লাভ করলুম। ক্রমে সরদারী থেকে সুবেদারী, সুবেদারী থেকে রাজ্য, রাজ্য থেকে বিশ্বব্যাপী সাম্রাজ্য। পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মুকুট, সম্রাটের কন্যা, অর্জ্জিত অসংখ্য জাতির স্বাধীনতা,—সব পেয়েছি, কিন্তু আমার সে স্ত্রীকে—উজীর, শুধু স্ত্রী নয়—তার গর্ভস্থ সন্তান—আমি তাকে গর্ভবতী রেখে চলে এসেছি।

উজীর। মোবারককে কি তাঁর সন্ধানেই পাঠিয়েছিলেন?

আল। সে বুদ্ধিমান জেনে, অথবা ভবিষ্যতে আমার রাজ্যের উত্তরাধিকার গ্রহণের সে যোগ্য—কি না, তাই বুদ্ধির পরিচয় নিতে তাকে পাঠিয়েছিলুম।

উজীর। বালক, তার বুদ্ধির মূল্য কি? আমাকে পাঠান।

আল। তুমি! এই বৃদ্ধ বয়সে! আমি নিজেই অনুসন্ধানে যেতে সাহস করি না।

উজীর। আপনার সাহস আপনার কাছে, আমি সে সম্বন্ধে কি বলব। কিন্তু সাম্রাজ্য-জয়ে সহায়তা করে, আপনাকে অসুখী দেখে কার্য্য অসম্পূর্ণ রেখে যাব! আপনার সুখের নিদান অনুসন্ধানে যাব, তাতে কি বয়সের বাধাকে ভয় করি সম্রাট!

আল। উত্তেজিত হয়ো না উজীর, আগে তোমার পুত্রের মুখে সমস্ত ঘটনা শুনতে দাও।

উজীর। বেশ, আপনি শুনুন। আমার কিন্তু কথাও যা, কাজও তা। আমি যাবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হয়েছি। আপনি কি মোবারককে দিয়ে এই প্রথম সন্ধান নিতে পাঠিয়েছিলেন?

আল। না, অনেকবার সন্ধান করিয়েছিলুম।

উজীর। সন্ধান পাননি?

আল। প্রথম প্রথম সন্ধান পেয়েছিলুম।

উজীর। আপনি নিজে কখন যান নি?

আল। না, লোক দিয়ে তাকে আনতে পাঠাতুম। আমার বিশ্বাস ছিল, আমার ঐশ্বর্য্যের কথা শুনলে আমার স্ত্রী প্রলুব্ধা হয়ে আমার কাছে আসবে। প্রথম সরন্দারনী হবার লোভ দেখিয়ে আমি সওগাত দিয়ে তার কাছে লোক পাঠিয়েছিলুম। স্ত্রী আমার সওগাতও গ্রহণ করে নি, আসেও নি। আমারও প্রলোভন দেখাবার জেদ হ'ল। আমি তারপর ক্রমে ক্রমে সুবেদারনী ও রাণী হবার লোভ তার সম্মুখে উপস্থিত করলুম।

উজীর। আপনি কি নিজে গিছলেন, না লোক পাঠিয়েছিলেন?

আল। আমি নিজে আর কই গেলুম উজীর, আমার বুদ্ধি ভ্রংশ

হয়েছিল! উঃ! রমণীর এত অভিমান! পর্ণকুটীরবাসিনী ভিখারিণী—রাণী হবার জন্য নিমন্ত্রণ করলুম—তবু এলো না!

উজীর। বুদ্ধি ভ্রংশ হয়েছিল, তাতে আর সন্দেহই নেই।

আল। তারপর রোম সাম্রাজ্য জয় করে যখন সম্রাটকুমারীকে জয়ের নিদর্শন স্বরূপ সঙ্গে আনি, তখন ছদ্মবেশে আমার কুটীরপার্শ্বে একবার উপস্থিত হই।

উজীর। গিয়ে দেখেন কুটীর পরিত্যক্ত?

আল। পরিত্যক্ত—আমার বাসস্থান শৃগালের লীলাভূমি হয়েছে।

উজীর। আপনি তাঁকে হারিয়েছেন।

আল। হারিয়েছি উজীর—হারিয়েছি?

উজীর। আমার স্থির বিশ্বাস, ইহ জীবনে আর তাঁকে পাবেন না। এখন সে মহিমময়ীর কিছু অবশিষ্ট আছে কি আপনি বলতে পারেন? পুত্র কিম্বা কন্যা?

আল। অবশিষ্ট আছে জেনেছি, কিন্তু পুত্র কিম্বা কন্যা তা জানতে পারি নি।

উজীর। একি তিনি জানতে দেননি!

আল। না উজীর, অতি যত্নে সে আমার লোকেদের কাছ থেকে তার অস্তিত্ব গোপন করে রেখেছিল।

উজীর। তাঁর গ্রামের লোক, তারাও কি জানে না?

আল। তারাও জানে না। কিম্বা কি তার আশ্চর্য্য শক্তি, তারা জানলেও বলে না।

উজীর। আপনার গ্রাম?

আল। তা বলবো না। তোমার পুত্রকে বলেছি। কিন্তু সেই বুঝে তাকে বলেছি, অন্য কেউ যদি জানতে পারে, তখনি তাঁর

শিরশ্ছেদ করবো। আমার এই কথা শুনে যদি তুমি অনুসন্ধান করতে সাহস কর—কর।

উজীর। এই কথাই আমার পক্ষে যথেষ্ট।

আল। তুমি কি যথার্থই অনুসন্ধানে বেরুবে?

উজীর। এই আমি বেরুলুম।

আল। সন্ধান পাবে তোমার এত বিশ্বাস?

উজীর। সন্ধান পেয়েছি।

আল। (হাস্য)

উজীর। আমার উজীরী বুদ্ধিতে চিরকাল আপনি যেমন বিশ্বাস স্থাপন করে এসেছেন, এতেও তেমনি করুন।

আল। তোমার বীর পুত্রকে আমি উত্তরাধিকারের প্রলোভন দেখিয়ে, কন্যা রেবেকার প্রলোভন দেখিয়ে সন্ধান নিতে পাঠিয়েছিলুম।

উজীর। তার মা অতি যত্নে আপনার কাছ থেকে তার সন্তানটীকে লুকিয়ে রেখেছে। সে কৌশল ভেদ করবে আমার ছেলে?

আল। আমার মুলুকের ভেতরে এমন সাহস কার যে তাকে আমার কাছ থেকে লুকিয়ে রাখে!

উজীর। সে আপনার মুলুকে নেই।

আল। তবে কি সে হিন্দুস্থানে?

উজীর। রমণী বোধ হয় অতদূর যেতে সাহস করেননি।

আল। তবে আমার মুলক নয়, দুনিয়ায় এমন স্থান কই?

উজীর। আপনি ভুলে গেছেন—আছে! ক্ষুদ্র পার্ব্বত্য সিস্তানকে আপনি আজও বশে আনতে পারেননি।

আল। উজীর! আর যুদ্ধ করতে হবেনা বলে নিশ্চিন্ত হয়েছিলুম, এখন বুঝলুম নিশ্চিন্ত হতে এখনও আমার বিলম্ব আছে। আমি

সপ্তাহ মধ্যেই সিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করবো। জীবন পণ—যদি না ফিরি, আমার কন্যা রেবেকার উপযুক্ত পাত্র নির্ব্বাচন ক'রে তার হাতে সাম্রাজ্যের ভার সমর্পণ ক'র।

উজীর। ব্যাকুল হবেন না সম্রাট, আমাকে অনুসন্ধানের অবসর দিন। আমি অপারগ হ'লে, আপনার যা অভিরুচি করবেন। এখন বলুন, তাদের চেনবার কোন নিদর্শন আছে?

আল। যদি থাকে।

উজীর। কি সে?

আল। পিতৃদত্ত তাম্রের এক অঙ্গুরি। তাতে অতি সূক্ষ্ম অক্ষরে লেখা আছে, "এয়সা দিন নেহি রহেগা"। পৈত্রিক সম্পত্তির মধ্যে সেইটী আমার অবশিষ্ট ছিল। বিবাহ দিবসে তা আমি আমার স্ত্রীকে যৌতুক দিয়েছিলুম।

উজীর। তিনি আপনার কাছে আসবেন কেন সম্রাট! ঐশ্বর্য্যের সারভাগ আগে তাঁকে দান ক'রে শেষে কিনা অসারের প্রলোভন দেখিয়ে তাঁকে নিমন্ত্রণ করতে গিয়েছিলেন। ব্যস্ত হবেন না— আমার অনুরোধ আমার অনুসন্ধান কাল পর্য্যন্ত আপনি ধৈর্য্যধারণ করুন।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

প্রাসাদ কক্ষ।

সখীগণ।

(গীত)

তুমিএস, ধীরে উঠে বস, অরুণ পূরব আসনে।
নিংজ এস, সাথে লয়ে এস, সুরভিত মধু পবনে ॥
কঠোর শিশির অন্ত—
উড়িল আকাশে আবাহনে পাখী,
নবীন অরুণ আলোক মাখি,
কোমল করুণ শান্ত (এস বসন্ত এস বসন্ত)
সাথে লয়ে এস স্বগণে ;
নিভৃত কুঞ্জ বিহগ পুঞ্জ কূজিত নূপুর চরণে ॥

(রেবেকার প্রবেশ)

রেবেকা। তাইত আমি একি দেখলুম ! উষার রক্তিম আলোক-ধারা নীলাচলের শিখরে পড়ে কি কমনীয় মূর্ত্তিধরে আমার ঘুমন্ত চক্ষুকে প্রস্ফুটিত করে দিলে !

১ম, স—। একি বাদসা জাদী, আজ তোমার মুখ এমন মলিন কেন ?

রেবেকা—। তোরা কি কেউ তাকে দেখেছিস্ ?

১ম, স—। কাকে রাজকুমারী ?

রেবেকা—। কাকে।—কি বলব কাকে! অভাগ্য বাদী এমন মধুর উষায় তোরা বৃথা জেগে রইলি—কেউ দেখতে পেলেনি।

১ম, স—। আমরা কি দেখব রাজকুমারী ?

রেবেকা—। কি দেখবি ! কি দেখতে দুনিয়ায় এসেছিস ?

১ম, স—। যা দেখতে এসেছি, তাত তোমার প্রশ্নেই উত্তর হয়েছে। আমরা বাঁদী—আমরা এ দুনিয়ায় শুধু সৌন্দর্য্য দেখতে এসেছি। ভাগ্যবশে আপনার আশ্রয় পেয়েছি। সেই সঙ্গে দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ প্রাসাদ, সেই প্রাসাদ-সংলগ্ন দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ উদ্যান, আর সেই উদ্যান মধ্যে দুনিয়ার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্রাটের কন্যা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সুন্দরী রেবেকাকে দেখেছি। এর চেয়ে আর বেশি কি দেখবার আছে জানিনা যে সাজাদী।

রেবেকা। দেখবার আছে, কিন্তু দেখতে পেলিনি। দুনিয়ার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সৌন্দর্য্য দেখা দিতে আজ নববসন্ত প্রভাতে চোখের উপরে ফুটে উঠেছিল, তবু তোরা দেখতে পেলিনি।

১ম, স। কোথায় সাজাদী?

রেবেকা। নীল কাদম্বিনীর বক্ষভেদ ক'রে চঞ্চল রজতপুষ্পমালার ন্যায় নীলাচলের পার্শ্ব হ'তে একবার মাত্র দেখা দিয়ে আমার ভূবর্গকে, আমার এই জগৎপ্রসিদ্ধ সৌন্দর্য্যকে রহস্য-কটাক্ষে একবার মাত্র দেখে মিলিয়ে গেল!

১ম, স। সত্য সাজাদী?

রেবেকা। নব বসন্তের উষার আলোক মুখে মাখাবো ব'লে, আমি শয্যা থেকে উঠে বাতায়নে মুখ বাড়িয়েছি, এমন সময় অলক্তক রাগরঞ্জিত নীলাচল-শিখরের উপর আমার দৃষ্টি পতিত হ'ল। মুগ্ধ হয়ে একদৃষ্টে সেই মহান দৃশ্য দেখছি—এমন সময় পুষ্পমালায় ভূষিত পুষ্পধনুর মত এক অপূর্ব্ব সুন্দর মূর্ত্তি সহসা কোথা থেকে তার উপরে এসে দাঁড়াল। দাঁড়িয়ে একবার অরুণ রঙে মুখ মাখিয়ে আমার দিকে মুহূর্ত্তের জন্য চেয়ে চকিতের ন্যায় মিলিয়ে গেল। [illegible] দেখেছুন।

১ম, স। বল কি!

রেবেকা। কিন্তু আর দেখতে পেলুম না। দেখবার আশায় কতক্ষণ চেয়ে রইলুম, কত চোখ মুছলুম—আর দেখতে পেলুম না।

১ম, স। দেখেছ সেটা কি ঠিক সাজাদী?

রেবেকা। তুই কি বলতে চাস সেটা মিথ্যা?

১ম, স। কতক্ষণ দেখেছিলে?

রেবেকা। কতক্ষণ কি, সেত এখনও দেখছি!

১ম, স। তাতো দেখবেই—যতক্ষণ না এ হু'টী খঞ্জন নয়নে অঞ্জন লাগিয়ে দেব, ততক্ষণই দেখবে।

রেবেকা। বলছিস্ কি?

১ম, স। নাও চল—স্নান ক'রে চোখ থেকে বসন্তের ঘুম ধুয়ে ফেল—চোখে নবানুরাগের অঞ্জন পরে অত আকাশ পানে চেয়োনা।

রেবেকা। তুই মনে করছিস কি এ স্বপ্ন?

১ম, স। শুধু আমি কেন রাজকুমারী—যে শুনবে সেই মনে করবে? তোরাকি মনে করলি সই?

সকলে। স্বপ্ন—স্বপ্ন।

রেবেকা। তাইত, একি স্বপ্ন!

সখীগণের গীত।

অকরুণ যৌবন, যামিনী অকরুণ

অকরুণ তারে হিয়া চেপেছে।

বসন্ত অকরুণ, অকরুণ স্বপনে,

অকরুণ করে তুলি ধরেছে॥

অকরুণ কুসুমে অকরুণ সমীরণ বহে,

অকরুণ পঞ্চমে অকরুণ কোকিল গাহে।

অকরুণ অরুণ অকরুণ অচলে

অকরুণ উল্লাসে চলেছে।

(ও গো ভাই গো ধনি)
অকরুণ মদন অকরুণ ফুলবাণে
তোমার কোমল হিয়া বিঁধেছে।

তৃতীয় দৃশ্য।

নীল পাহাড়।

আসাদ।

(গীত।)

স্বপ্ন বসে কোন দিবসে কোন দরিয়ার কূলে।
বসে বসে স্রোতের পাশে, কি আলসে ঝাঁপ দিয়েছি জলে॥
কেউ বুঝলেনা গো দেখলেনা গো শুনলেনা গো গান।
ভিজলো না কো নয়ন কারো গললো না কো প্রাণ,
আশা দিতে কেউ কথা গো কইলে না কো ভুলে।
মিলতে আঁখি চেয়ে দেখি ভেসে গেছি কোন দেশে—
সে দেশে নূতন চাঁদ, নূতন হাসির নূতন ফাঁদ,
নূতন ধারা ভাসছে তারা নূতন আকাশে।
তারা তুলে নিলে গো! তুলে নিলে গো (আমার) মিশিয়ে দিলে দলে॥

(গীতের অনুকরণ করিয়া পশ্চাৎ হইতে
হাসানের প্রবেশ)

আসাদ। বা! বা! তুমিত বেশ গাইতে পার মিয়া!

হাসান। পারি বইকি। গাইতেও পারি, আবার বাজাতেও পারি।

আসাদ। বা! বা! তুমি ভাই বেশ মানুষ—বাজাতেও পার! বেশ, নিজে বাজিয়ে একটা গান গাওত মিয়া!

হাসান। এইযে তারই ব্যবস্থা করছি। নে ছোঁড়া পিঠ পাত্।

আসাদ। কেন?

হাসান। বাঁয়া হবি, আমি তোর পিঠে ঠেকা দেবো।

আসাদ। আরে দুর, তবেত তুই ভারি বাজিয়ে। বাঁয়াতে ঠেকা দেওয়া ছাড়া বুঝি তোর বিদ্যা নেই! নে, তুই ধ্রুপদ গা, আমি পাখোয়াজ বাজাই।

হাসান। বাজনা কই!

আসাদ। কেন, তোর গাল। এই দেখ্‌না কেমন বাজে। এই শোন্—এই ধামারের বোল।

হাসান। তাইত! ছোঁড়াটা সত্যি সত্যিই যে দেখছি আমাকে ঠেকিয়ে দিলে! ছোঁড়াটাকে শাসন করতে এলুম, এসে নিজেই অপদস্থ হলুম! আমি দিগ্‌বিজয়ী বাদসার দেহরক্ষী—বাদসার হাজার লড়াই জয়ের বখ্‌রাদার। এ আমি কি করলুম! কেমন ক'রে নষ্টমান আবার ফিরিয়ে পাই!

আসাদ। কি রে ভাবছিস্ কি?

হাসান। অথচ এর ওপর অত্যাচার করতে বাদসা নিষেধ করেছেন। আমারও ত ছোঁড়াটার গায়ে হাত দিতে মন কেমন করছে। কিন্তু কিছু শিক্ষা না দিলে ত মান থাকে না। বাদসা যদি কোনও রকমে ঘুণাক্ষরে আমার এ লাঞ্ছনার কথা জানতে পারেন, তা হলে ইস্তাম্বুলেই থাকা আমার ভার হবে।

আসাদ। কি মনে মনে বোল্ মুখস্থ করছিস নাকি?

হাসান। বালক, তোর সাহসকে বলিহারি!

আসাদ। ওঃ! ভাগ্যি বললি, নইলে আমার তালে ভুল হয়ে যাচ্ছিল। নে, এইবারে সুর ফাঁকতালের বোল শোন্!

হাসান। (ঈষৎ পিছাইয়া) আমি কে তা জানিস?

আসাদ। যেই হ'না, বাজনার বোল শুনবি, তাতেকি ? নে গাল বাড়িয়ে দে। এয়সা দিন নেহি রহেগা ! আমার হাতে লয় এসেছে। এ লয় গেলে আর আসবেনা।

হাসান। কোথায় এসেছিস জানিস্ ?

আসাদ। পাহাড়ে।

হাসান। কার পাহাড় এটা তা জানিস্।

আসাদ। কার পাহাড় ?

হাসান। সাহান সা বাদসা আলমামুনের।

আসাদ। (হাস্য) বোকা তুই বড় বেসুরো বলছিস্। নে কান বাড়িয়েদে—ম'লে সুরটো ঠিক করেদি। খোদারই পাহাড়, খোদারই পর্ব্বত, খোদারই দরিয়া, খোদারই দুনিয়া—এইত আজন্ম শুনে আসছি। এখানে এসে তোর মুখে নতুন শুনলুম।

হাসান। কেয়া বেয়াদব ! এতক্ষণ কিছু বলিনি ব'লে—আমাকে 'তুই' !

আসাদ। তুই আমাকে 'তুই' বললি কেন বান্দা !

হাসান। তবেবে বজ্জাৎ !

(ওমারের প্রবেশ)

ওমার। হাঁ হাঁ ওযে বালক—কর কি ভাই !

হাসান। তুমি কে ?

ওমার। আমি বিদেশী—তুমি কে ?

হাসান। আমি কে এখনি তোমাকে বুঝিয়ে দিচ্ছি। এ বালক, তাই এ নিস্তার পেয়ে গেল। তুই এ পাহাড়ে কেন উঠেছিস্ !

ওমার। আমি তোমার বীরত্ব দেখতে উঠেছি।

হাসান। এখানে উঠে কেউ প্রাণ নিয়ে যাবে নি, তা জানিস্ ?

ওমার। এখনওত নামি নি, তবে কেমন করে জানব!

আসাদ। তুইওত উঠেছিস, তুই প্রাণ নিয়ে নামবি কেমন করে?

ওমার। কেন ভাই, আমরা কি কিছু বিশেষ অপরাধ করেছি!

হাসান। যেমন তেমন অপরাধ, মাথাটা দিয়ে বাড়ী যেতে হবে।

আসাদ। তাহলে বাড়ীর লোক যখন জিজ্ঞাসা করবে, মাথা কোথায় রেখে এলি, তখন তাদের কি বলব?

ওমার। চুপ করনা আসাদ। একটা গোলামের সঙ্গে কথা কাটাকাটি করে কথার মর্য্যাদা নষ্ট কর কেন!

আসাদ। তোর বাদসাকে আর একটা এইরকম পাহাড় তইরি করতে বল, তবে বিশ্বাস করবো এ পাহাড় তার।

হাসান। তবেরে বদ্‌মাস্! (অস্ত্র বাহির করণ)

ওমার। ছিছি—বান্দা! ও বালক—করিসকি!

হাসান। তবে রে কমবখ্‌ত্, তোকেই আগে জাহান্নমে পাঠাই অস্ত্রাঘাতের উদ্যোগ)

[ওমার হাসানের মণিবন্ধে মুষ্ট্যাঘাত করিলেন। হাসানের অস্ত্র হস্তচ্যুত হইল। হাসান মূর্চ্ছিত-প্রায় হাত ধরিয়া ভূমিতে বসিল। ওমার হাসানের অস্ত্র দূরে নিক্ষেপ করিলেন।]

ওমার। আসাদ! বান্দার কাছেই অপেক্ষা কর, আমি ততক্ষণ সহরের তত্ত্ব নিয়ে আসি। হুঁসিয়ার বান্দা! এ বালকের ওপর যদি কোনও অত্যাচার কর, তাহলে তুই যার গোলাম, সেই বিশ্ববিজয়ী বাদসার ওপর পর্য্যন্ত আমার ঘৃণা হয়ে যাবে। যতক্ষণ না ফিরি, ততক্ষণ তোকেই এর দেহরক্ষী নিযুক্ত করলুম।

আসাদ। ওঠ ভাই!

হাসান। না, আর উঠবো না।

আসাদ। দুঃখ করনা ভাই—এয়সা দিন নেহি রহেগা। আজ

আমাদের দুঃখের প্রথম দর্শন হয়ত একদিন আনন্দের মধুর মিলনে পরিণত হবে।

হাসান। তাতো হবে, কিন্তু ততদিন টেঁকে থাকলে ত!

আসাদ। কেন তোমাকে কি বড়ই আঘাত লেগেছে?

হাসান। আঘাত! সেকথা আর তোকে কি বলব ভাই! হাসান শক্তিতে এক বাদসা ছাড়া আর কারও কাছে মাথা হেঁট করেনি। কিন্তু একি! বাদসার সহরে এসে, মহলের দেউড়ীতে বসে, কে তোরা আমাকে এমন ক'রে অপদস্থ করলি! বাদসা আমাকে প্রাণে রাখবেন না। তাঁর হুকুমে আমি তোকে গ্রেপতার করতে এসেছি।

আসাদ। বেশ, আমাকে তাঁর কাছে নিয়ে চল!

হাসান। না, তা তোমাকে নিয়ে যাব না। আমার ভাগ্যে যা থাক্, আমি যখন তোমাদের কাছে হেরেছি, তখন কিছুতেই তোমাকে বাদসার কাছে নিয়ে যাবনা।

আসাদ। আরে ভাই, এয়সা দিন নেহি রহেগা। আজ হার, কাল জিত। তুমি চলো।

হাসান। নেহি—

আসাদ। আলবৎ।

হাসান। হাম জান দেগা।

আসাদ। ময় দেনে নেই দেগা।

(উজীরের প্রবেশ)

উজীর। হাসান!

হাসান। হজুর, আমি হেরে গেছি, আমার মাথা [illegible]

উজীর। তুমি বাদসার জীবন রক্ষার বর্ম। [illegible] তোমার হারই জিত! তুমি চলে যাও। বাদসা [illegible]

জিজ্ঞাসা করেন, তুমি ব'ল, উজীরের জিম্মায় রেখে এসেছি। যাও, আর এখানে থেকোনা। (হাসানের প্রস্থান) কি ভাই, এক্‌লা দিন নেহি রহেগা ?

আসাদ। নেহি রহেগা।

উজীর। কে তোমাকে একথা বলেছে !

আসাদ। তা আপনাকে বলবো কেন ?

উজীর। আমি বলব ? আপাদ মস্তক দেখছ কি—আমি জীবনে এই তোমাকে প্রথম দেখলুম, প্রথম দেখা কেন সূর্য্যোদয়ে পাখীর কলঝঙ্কারের সঙ্গে প্রথম তোমার কথা কানে প্রবেশ করেছে।

আসাদ। তবে বলতে পারবেন না।

উজীর। যদি পারি ? আমাকে সন্দেহের চক্ষে দেখোনা। আমি দুনিয়ার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্রাটের উজীর, আমি তোমার সঙ্গে প্রতারণা করছিনা।

আসাদ। বেশ বলুন।

উজীর। তোমার আংটী (আসাদের পলায়নোদ্যোগ)। পালাবে কোথায় ভাই, তোমাকে খুঁজতে দুনিয়ার সীমান্ত পর্য্যন্ত যাব সঙ্কল্প করে এই বৃদ্ধ বয়সে ঘর থেকে বেরিয়েছি। যেন আগে থাকতে জেনে, করুণা করে তুমি আমার গৃহের দ্বারে এসে উপস্থিত হয়েছ। এখন পালাতে চাইলে ছাড়বো কেন ?

আসাদ। ছাড়বেন না ?

উজীর। এ জীবন থাকতে না। বিশেষতঃ তুমি কে যখন বুঝতে পেরেছি।

আসাদ। আমি কে ?

উজীর। আমার ভাই।

আসাদ। আমি ত আর এখানে থাকবো না !

উজীর। না থাকো—কোথায় যাবে চল ?

আসাদ। আপনি—উজীর—আপনি আমাকে কেন ভাই বললেন ?

উজীর। তুমি ভাই বলেই বলেছি। আমি মিথ্যা কইনি—আমি তোমাকে ছাড়বো না।

আসাদ। আমি কোথায় যাব জানি না।

উজীর। বেশ, ঈশ্বর যখন যেখানে আমাদের নিয়ে যাবেন, সেই খানে যাব; যেখানে আমাদের যেদিন রাখবেন, সেই খানে আমরা থাকবো। এস ভাই! তোমার মতন আনন্দদায়ী ভাইকে পেয়ে এই বৃদ্ধ বয়সে আবার আমি সেই মধুর বাল্য জীবনের আস্বাদ গ্রহণ করি।

আসাদ। আমি যে স্বাধীন নই হুজুরালি!

উজীর। স্বাধীন নও! তবে কি ক্রীতদাস ?

আসাদ। ক্রীতদাস।

উজীর। ক্রীতদাস! ছুনিয়ায় এমন ধনবান আছে, যে তোমাকে কিনতে পারে!

আসাদ। তা জানিনা হুজুরালি—কিন্তু তিনি আমাকে কিনে রেখেছেন।

উজীর। বেশ আমি তোমাকে আশ্রয় দিচ্ছি।

আসাদ। কিন্তু হয়ে আপনি একি কথা বললেন হুজুরালি—আমি এখানে এসেছি সত্য, কিন্তু তাঁর অধিকার আমার সঙ্গে এসেছে। আমি ত মুক্ত নই। আমাকে মুক্তি দিয়ে আশ্রয় দিতে চান, আমি নিতে প্রস্তুত আছি। অমুক্ত অবস্থায় আমি কেমন ক'রে আপনার কাছে থাকি হুজুরালি!

উজীর। বেশ, তোমার মনীবকে আমায় একবার দেখাও।

আসাদ। তিনি রমণী—আমি তাঁকে কেমন ক'রে দেখাব!

উজীর। তা না পার—কে তিনি বল।

আসাদ। সিস্তানের রাণী আইরিণ।

উজীর। আমি যে প্রতিজ্ঞা করলুম বালক!

আসাদ। ক্ষুদ্র বালক বোধে আমাকে আয়ত্ত করতে আসবেন না। আমার পশ্চাতে বিপুল বল আছে। যদি সে বলকে ক্ষুদ্ধ ক'রে আমাকে গ্রহণ করতে চান, তাতেও আপনার প্রতিজ্ঞা রক্ষা হবে না। সেই তেজস্বিনী রাণীর অলংঘ্য আদেশ আমি নতশিরে বহন ক'রে এসেছি। আমার পৃষ্ঠবল বিধ্বস্ত হলেও, জীবিত আমি আপনার কাছে উপস্থিত হ'তে পারবো না।

উজীর। যাও ভাই, তবে তুমি চলে যাও—তুমি আমার আয়ত্তাধীন নও। কিন্তু সিস্তানে ফিরে রাণী আইরিণকে ব'ল, তার একটা ক্ষুদ্র বালকবান্দা দুনিয়ার বাদসার আদেশ অমান্য ক'রে, নীল পাহাড়ে উঠে, তাঁর অন্দরের আব্রু নষ্ট করেছে। বান্দার এই বিষম অপরাধের শাস্তি তাঁকে ভোগ করতে হবে। তাঁকে গিয়ে ব'ল, সত্বরেই বাদসার এক লক্ষ ভুবন-বিজয়ী সৈন্য তাঁর ক্ষুদ্র সিস্তানকে অবরোধ করবে।

আসাদ। যো হুকুম—সেলাম—

উজীর। সেলাম। [প্রস্থান।

প্রথম অঙ্ক।

চতুর্থ দৃশ্য।

মন্ত্রণাকক্ষ।

আল-মামুন ও মোবারক।

আল। কোনও সন্ধান পেলে না?

মোবা। আজ্ঞা জাঁহাপনা, সন্ধান পাওয়া ত দূরের কথা—কোন নিদর্শনও পেলুম না।

আল। কোথায় কোথায় সন্ধান করেছ?

মোবা। আপনার বিস্তৃত রাজ্যের মধ্যে এমন স্থান নেই, যেখানে আমি যাইনি। আপনার অধীন রাজা, সরদার—তাঁরাও এ অনুসন্ধানের সহায়তা করেছেন। কিন্তু কেউ কোন খবর দিতে পারলে না।

আল। সিস্তানের সেই ক্ষুদ্র পল্লীতে গিয়েছিলে?

মোবা। সেই আরণ্যগ্রামের ঘর ঘর তল্লাস করেছি।

আল। তারা সেই দরিদ্র যুবক সম্বন্ধে একটা কথাও বললে না?

মোবা। তা বলেছে—সেই দরিদ্র যুবকের কথা এখনও পর্য্যন্ত পল্লীবাসী স্মরণ করে। তার শৌর্য্য বীর্য্যের গল্প নিয়ে এখনও পর্য্যন্ত উল্লাস করে। আমাকে তারা সেই গ্রামে তার অনেক বীরত্বের স্মৃতি-চিহ্ন দেখিয়ে মুগ্ধ করেছে। কোথায় সে খরস্রোতা নদীর জল থেকে একজন মগ্ন বিদেশীকে উদ্ধার করেছিল, কোথায় প্রচণ্ড দস্যুদলের আক্রমণ থেকে গ্রামবাসীদের রক্ষা করেছিল, কোথায় নিরস্ত্র, মল্ল যুদ্ধে একটা ব্যাঘ্র হত্যা করে, তার মুখ থেকে এক দুঃখিনীর সন্তানকে কেড়ে এনেছিল, তা সব আমাকে দেখিয়েছে। কিন্তু জাঁহাপনা, ওই পর্য্যন্ত। আর তার কোন সংবাদ তারা দিতে পারে না। এখন শুধু তারা তার নাম নিয়ে আক্ষেপে মনোবেদনা প্রকাশ করে।

আল। যাক্, তার স্ত্রীরও কোন সন্ধান পেলে কি ?

মোবা। তার স্ত্রী একরাত্রে তার সন্তানটীকে নিয়ে কোথায় যে চলে গেছে, গ্রামবাসী আজও পর্য্যন্ত তা ঠীক করতে পারেনি। তাদের শক্তির অনুযায়ী তারা তার খোঁজ করেছিল, গ্রাম হ'তে গ্রামান্তর তার তত্ত্ব নিয়েছিল, কিন্তু কেউ কিছু বলতে পারে নি। কেউ মনে করে তারা দস্যু কর্ত্তৃক অপহৃত হয়েছে, কেউ মনে করে অরণ্যের মধ্যে ব্যাঘ্রমুখে তারা জীবন দিয়েছে। (আলমামুনের চক্ষে রুমাল দান) জাঁহাপনা! একটা কথা জিজ্ঞাসা করব ?

আল। কি জিজ্ঞাসা করবে বুঝতে পেরেছি। সেই দরিদ্র যুবকের সঙ্গে বাদসার এমন কি সম্বন্ধ যে, পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ওমরাও-পুত্রকে তার সন্ধানে দুনিয়া ঢুঁড়তে হয়।

মোবা। পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্রাটের আদেশে আমি উদ্দেশ্য হীন জীবন নিয়ে আমরণ দুনিয়া পরিভ্রমণ করতে পারি। জাঁহাপনা সে জন্ত নয়—আমি যতদিন আপনাকে দেখছি, তার ভিতরে এক জনের নাম স্মরণ মাত্রেই আপনার চক্ষু হ'তে এরূপ মুক্তাবিন্দু পতিত হ'তে দেখিনি।

আল। মোবারক! সেই দরিদ্র যুবকই আমার এখন এই অনন্ত সুখের প্রতিদ্বন্দী। দুনিয়ার অসংখ্য বীর রাজাকে আমি যুদ্ধে পরাস্ত করেছি। কেবল সেই যুবককে পারিনি। যতদিন তাকে পরাস্ত করতে না পারছি, ততদিন আমার সাম্রাজ্যজয় অসম্পূর্ণ। রোমকে পরাস্ত করে, তার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রত্ন বাদসা-দুহিতাকে লুণ্ঠনের ফল স্বরূপ প্রাপ্ত হয়েছিলুম। মোবারক তাতেও আমার দারিদ্র্য দূর হ'ল না। যত দিন না তার স্ত্রীকে এনে এই রাজপ্রাসাদে স্থান দিতে পাচ্ছি, ততদিন আমার অভাবের পূরণ হবে না। যদি না পারি, তা হ'লে জেনে রাখ মোবারক। যখনই তুমি দুনিয়ায় এই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রাসাদের

দিকে অঁখি [illegible] নিক্ষেপ করবে, তখনই মনে করবে, এই প্রাসাদের ভিতরে আলমামুন ব লে একজন লোক বাস করত, তার তুল্য দুঃখী এ দুনিয়ায় কোন কালে কেহ ছিল না।'

মোবা। এবারে গোলাম কি কববে অনুমতি করুন।

আল। আর তোমাকে সে অসম্ভব কার্য্যে প্রেরণ করতে পারি না। তুমি যে আমার আজ্ঞা যথাযথ পালন করেছ, জীবনের মমতা পরিত্যাগ ক'রে, সমস্ত পৃথিবী পর্য্যটন ক'রে, সেই যুবক ও তার পত্নীর সন্ধান করেছ, এইতেই আমি তোমার উপব সন্তুষ্ট হয়েছি। তোমার মত বীর যুবকই আমার কন্যা রেবেকাব যোগ্যপাত্র। আমি সহরে—

(উজীরেব প্রবেশ)

উজীর। সঙ্কল্প করবেন না জাঁহাপনা!

আলি। তুমি এখনি ফিরলে যে উজীর?

উজীর। কেন পরে বলছি। মোবারক যদি আমার পুত্রত্বের অভিমান রাখ, কিম্বা রাজকুমারীর পাণিগ্রহণের অভিলাষ রাখ, তাহ'লে আগে জাঁহাপনার অপমানের শোধ নাও।

আল। আমার অপমান—কে করলে উজীর?

(হাসানের প্রবেশ)

একা আসছিস যে হাসান? যে বালককে গ্রেপ্তার করতে তোকে পাঠালুম, সে বালক কই?

হাসান। আমি তাকে গ্রেপ্তার করতে পারিনি।

আল। গ্রেপ্তার করতে পারিসনি—হাবস্তরা প্রহরী থাকতে আমার সহরে এসে চোর আমার অন্দরের আব্রু নষ্ট করে চলে গেল!

হাসান। আমাকে কোতল করুন জাঁহাপনা।

আল্‌। কোতল ত তোকে করবই। তবে [illegible] চাস, তাহ'লে সমস্ত ঘটনা আমাকে খুলে বল্‌।

উজীর। আমার মুখে শুনুন জাঁহাপনা। হাসানের অপরাধ নেই, ও সেই বালককে আমার কাছে জিম্মা রেখে চলে এসেছিল। আমি তাকে আটকে রাখতে পারিনি।

হাসান। না জাঁহাপনা, আমি জিম্মা রাখিনি। উজীর গোলামের প্রতি দয়া ক'রে আপনাকে ওই কথা বলছেন। আমি সে বালকের কাছে পরাস্ত হয়েছি।

আল। সেই বালক তোকে হারিয়ে দিলে ?

হাসান। আজ্ঞে জাঁহাপনা দিলে। অকুতোভয় বালক আপনার নাম, আমার বল কিছু গ্রাহ্য করলে না।

হাসান। তার পশ্চাতে বিপুল বল আছে। সে নীল পাহাড়ের উপর জাঁহাপনার অধিকার স্বীকার করতে চায় না। আজ প্রভাতে নবোদিত সূর্য্যের সম্মুখে এক জন অপরিচিত বিদেশীর কাছে জাঁহাপনার বিপুল মান খর্ব্ব করেছি। জাঁহাপনা এখনি এ গোলামকে কোতল করুন।

আল। এ প্রহেলিকা বোঝতে পারছি না উজীর !

উজীর। এখন বোঝাতে পারবো না—হাসান মিথ্যা কয়নি—তার পশ্চাতে বিপুল বল আছে। আমিও সে বালককে আবদ্ধ করতে পারিনি। তাই মোবারককে বলছি—আমার অপমানে জাঁহাপনার অপমান হয়েছে। পুত্র যদি এই বৃদ্ধ পিতৃ-কর্ত্তৃক জাঁহাপনার এ অপমানের শোধ নিতে না চায়, তাহ'লে আপনি হাসানের সঙ্গে আমাকেও কোতল করুন্‌।

মোবা। কার বিরুদ্ধে আমাকে অস্ত্র ধরতে হবে, হুকুম করুন ?

উজীর। [illegible]নের রাণী। আমি আগে থাকতেই তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে এসেছি।

আল। সিস্তানের রাণী? রাজা কৈ?

যোবা। আজ্ঞা না জাঁহাপনা, রাণী। সিস্তান এখন এক রাণীর অধিকারে। জাঁহাপনা! আদেশ করুন। সেই উদ্ধতা রমণীকে বন্দী ক'রে আপনার কাছে এনেদি।

হাসান। জাঁহাপনা গোলামকে শাস্তি দিন।

আল। তোমার যে অপরাধ তার উপযুক্ত শাস্তি ত আমি দেখতে পাচ্ছি না। তুমি দিগ্বিজয়ে আমার পার্শ্বচর, মৃত্যু তোমার আশে পাশে কতকাল ঘুরেছে, সুতরাং মৃত্যু তোমার শাস্তি নয়। তুমি যার কাছে হেরেছ, হেরে তোমার দাম্ভিক প্রভুকেও হারিয়েছ, যদি পার, আজ হ'তে তুমি সেই বান্দা বালকের দাসত্ব গ্রহণ কর।

হাসান। বান্দার বান্দা হ'ব?

আল। মূর্খ! সে বান্দা আমাকে বান্দা ক'রে গেছে। যতদিন না তাকে আয়ত্তে এনে শাস্তি দিতে পাচ্ছি, ততদিন সে বালকের কাছে আমি পরাজিত। সে বালক আমার অন্দর দেখে, রেবেকাকে দেখে চলে গেছে।

হাসান। তার বান্দা হ'লে যে আমাকে আপনার দুস্মন হ'তে হবে জাঁহাপনা!

আল। আলমামুনকে ভয় দেখাচ্ছ নাকি হাসান?

হাসান। বেশ জাঁহাপনার আদেশ শিরোধার্য্য।

[হাসানের প্রস্থান।

উজীর। ঈশ্বরের অনুগ্রহে আজও পর্য্যন্ত আমার সে দুর্ভাগ্য ঘটেনি।

আল। তা হ'লে আমি বুঝেছি, তুমি আমার মুখের নিবালের রক্তাশি পেয়েছ।

উজীর। পেয়েছি—কিন্তু জাঁহাপনা আয়ত্ত করতে পারিনি।

আল। সেই বালক ?

উজীর। সেই বালক।

আল। উজীর, আমার দ্বার সমীপে এসে, সে বালক তোমার হাত এড়িয়ে চলে গেল ! আয়ত্ত করতে পারলে না !

উজীর। হাসান পারলে না, আমি পারলুম না। আপনি যদি পারেন, তাহ'লে বুঝবো আপনার দিগ্‌বিজয়ী নাম সার্থক। নতুবা বুঝবো জাঁহাপনা, গৌরবের নাম নিয়ে এতদিন আপনি জগৎকে প্রতারিত করেছেন।

আল। বল কি !

উজীর। আমি প্রতিজ্ঞা রক্ষা করতে অশক্ত হয়ে, মর্য্যাদা হারিয়েছি। এখন আপনার পালা। সেই বালককে আয়ত্তে এনে নিজের গৌরব রক্ষা করুন। কিন্তু আমার সন্দেহ আপনি রক্ষা করতে পারবেন কিনা।

আল। কারণ ?

উজীর। সিস্তানের রাণার ক্রীতদাস।

আল। আলমামুনের পুত্র ক্রীতদাস !

উজীর। তাইত দেখলুম।

আল। কোথায় দেখলে ?

উজীর। আপনার সহরে—হাজার হাজার মুলুকের বিভিন্ন বর্ণের ক্রীতদাসে যাঁর প্রাসাদ-প্রাঙ্গণ পূর্ণ, সেই প্রাঙ্গণে সে ক্রীতদাসের লীলা দেখিয়ে চলে গেল। বারো বৎসর সিস্তানের অবরোধ কার্য্যে আপনি রাজার যা ক্ষতি করতে পারেন নি, সেই সিস্তানের রাণী তার একটা ক্রীতদাসকে আপনার নগরে মুহূর্ত্তের জন্য পাঠিয়ে তার শতগুণ আপনার ক্ষতি করেছে। তবু জাঁহাপনা, আমি স্থির এ সহরের

দ্বিতীয় ব্যক্তি এ সংবাদ জানে না। আর একজন জানলে, আপনার অভ্রভেদী গর্ব্ব একমুহূর্ত্তে ভূমিসাৎ হয়ে যাবে। তৃতীয় ব্যক্তি জানতে না জানতে আপনি সিস্তানের রাণীকে বাঁদী ক'রে আনুন।

আল। আলমামুনের নাম বজায় রাখতে হলে সিস্তান জয় ভিন্ন আর গতি নাই।

উজীর। সিস্তান জয় ভিন্ন আপনার গতি নাই।

আল। আমি প্রকাশ্যেত রাণীকে সে বালক ফিরিয়ে দিতে আদেশ করতে পারবো না!

উজীর। কোন মতেই পারবেন না। যদি রাণী বালককে ফিরিয়ে দিতে না চায়, তাহ'লে এক লহমার ভিতরে সমস্ত দুনিয়া শুনবে, সম্রাট আলমামুনের সন্তান সিস্তানের রাণীর ঘরে গোলাম হয়ে আছে।

আল। তোমার কি অনুমান, রাণী বালকের পরিচয় অবগত আছে?

উজীর। অনুমান কি জাঁহাপনা! স্থির বিশ্বাস। যে দণ্ডে সে বালককে আপনার সহরে দেখেছি, সেই দণ্ডেই আমি বুঝেছি, বান্দা বাদসা পুত্রকে আপনার সম্মুখে পাঠিয়ে, রাণী একমুহূর্ত্তে আপনার বারবৎসরের সিস্তান আক্রমণের শোধ নিয়েছে। রাণী জানেন, নীল-পাহাড়ের উপর কোন পুরুষ আরোহণ করিলে, বিনা শাস্তিতে সে নিস্তার পাবে না। সুতরাং বালকও শাস্তির জন্য আপনার সম্মুখে নীত হবে। আর সেই সময় রাণী আপনার সমস্ত প্রজার সুমুখে তার পরিচয় প্রকাশিত করিয়ে দেবেন।

আল। উজীর! এমন বিপদে আর কখন পড়িনি। এ বিপদ থেকে উদ্ধারের উপায় স্থির কর। শাস্তি দিতে যদি অপারগ হই, তাহ'লে আইরিণের বান্দাকে সর্ব্বসমক্ষে পুত্র স্বীকার করতে হবে। যদি না স্বীকার করি, তাহ'লে—যে প্রিয়পদার্থের পরিবর্ত্তে আমি

আমার সাম্রাজ্য বিনিময় করতে প্রস্তুত—সেই প্রিয়পাত্র [illegible] সর্বস্বকে বলি দিতে হবে।

উজীর। সিস্তান জয় ভিন্ন গতি নাই।

আল। সিস্তান জয় ভিন্ন গতি নাই।

(প্রহরীর প্রবেশ।)

প্রহরী। জাঁহাপনা সিস্তান হ'তে এক দূত এসেছেন।

আল। যত শীঘ্র পার, এখানে তাকে নিয়ে এস। (প্রহরীর প্রস্থান) কি কর্ত্তব্য উজীর?

উজীর। সে ব্যক্তি না এলে কর্ত্তব্য বুঝতে পারছি না।

আল। কেন আসছে বুঝতে পেরেছ?

উজীর। আপনি কি বুঝেছেন জাঁহাপনা?

আল। আমার বোধ হচ্ছে, রাণী কোনও ক্রমে বালকের পরিচয় পেয়েছে, তাই ভয়ে আমার সামগ্রী আমাকে পাঠাবার প্রস্তাব করতে এসেছে। রাণী বুঝেছে, যদি আমি ঘুণাক্ষরে জানতে পারি যে সম্রাট-পুত্রকে সে বান্দা করে রেখেছে, তাহ'লে তার পার্ব্বত্য সিস্তান চূর্ণ হয়ে সাগরজলে মিশিয়ে যাবে।

উজীর। আমার বোধ হয় তা নয়।

আল। তবে কি?

উজীর। কি তা না শুনলে বলতে পারছি না জাঁহাপনা।

(ওমারের প্রবেশ)

আল। তুমিই সিস্তান রাণী প্রেরিত দূত?

ওমার। আজ্ঞে হাঁ সম্রাট।

আল। তুমি কি প্রয়োজনে এসেছ?

ওমার। এই পত্রে তিনি আপনাকে প্রয়োজন জানিয়েছেন। পত্র [illegible]

আল। ([illegible] মনে মনে পত্র পাঠ করিলেন) হুঁ! তুমি কে?

ওমার। আমি সেই মহিমময়ী রাণীর একজন সামান্ত ভৃত্য।

আল। রাণীর ছেলে আছে?

ওমার। আজ্ঞে সম্রাট, ওই পত্রেইত দেখছেন।

আল। পত্রে দেখছি, কিন্তু কার্য্যতঃ দেখছি কই!

ওমার। কেন জাঁহাপনা?

আল। তাহলে তার পৈত্রিক রাজ্য একটা স্ত্রীলোকের হাতে পড়ল কেন?

ওমার। কেন জাঁহাপনা, তিনিত তাঁর মা!

আল। জননী অন্তঃপুরের ঈশ্বরী, রাজ্যের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক কি? আমি সেই বন্য রমণীর পুত্রকে আমার দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ সুন্দরী কন্যা [illegible]কাকে দান করবো?

ওমার। জাঁহাপনা, পত্রোত্তরে তা লিখে দিন।

আল। তুমি সে রমণীকে গিয়ে বল, সম্রাট পত্রোত্তর সিংহাসনের অধিত্যকায় উঠে প্রদান করবেন।

উজীর। দূত! তোমাদের রাণী আদব জানেন না। জগদ্বরী সম্রাটের কাছে প্রস্তাব পাঠাবার পূর্ব্বে সওগাত পাঠিয়ে তাঁর সম্বর্দ্ধনা করা উচিত ছিল।

ওমার। সওগাত [illegible] হুজুরালি!

উজীর। তাহ'লে এখনও সম্রাটের উত্তর হয়নি। সম্রাট ক্রোধের বশে যা বলেছেন, আমি রাজব্যবহারের শ্রেষ্ঠ ওমরাও হয়ে তা প্রত্যাহার করছি। উত্তর এখানে নয়—দরবারে। হাসান! একে লাল মহল্লায় শ্রেষ্ঠ ওমরাওয়ের কামরায় স্থান দিয়ে সম্বর্দ্ধনা কর। আর এর সঙ্গে যত লোক আসবে, সকলের স্থানের ব্যবস্থা কর।

(হাসান ও ওমারের প্রস্থান।)

আল। কি করলে উজীর, একটা তুচ্ছ পার্ব্বত্য গ[illegible]রনীর একটা অতি তুচ্ছ গোলামের কাছে আমাকে অপদস্থ করলে?

উজীর। অপদস্থ করিনি সম্রাট! সন্তানস্নেহে আত্মহারা হয়ে আপনি জগতের কাছে হাস্যাস্পদ হতে যাচ্ছিলেন, আমি তা থেকে আপনাকে রক্ষা করলুম।

আল। তুমি কি মনে করছ আমি সিস্তান জয় করতে পারবো না?

উজীর। অবশ্য যুদ্ধ করলে, সিস্তান জয় করতে পারেন, কিন্তু রাণীকে জয় করতে পারবেন না।

আল। পারবো না?

উজীর। তা যদি পারেন, তাহ'লে বুঝবো আমার বুদ্ধির কিছু মূল্য নেই।

আল। যদি পারি?

উজীর। আমার শির জামিন।

আল। বহুত আচ্ছা দূতকে দরবারে আসতে নিমন্ত্রণ কর।

পঞ্চম দৃশ্য।

নগরপ্রান্ত।

(আসাদের গীত)

ঘুরে ফিরি আয়রে আমার পাখী।
(আমার ঝড়ে ওড়া বন পাখী)
আবার তোরে যতন করে সোণার খাঁচায় পুরে রাখি॥
দেখলি ত চারদিকে চেয়ে,
আঁধারে গিয়েছে ছেয়ে,
শিল পড়ে তোর ভাঙলো পাখা,
(এখন) আছাড় খেতে আছে বাকী॥

(হাসানের প্রবেশ)

হাসান। হুজুর!

আসাদ। আর লজ্জা দিয়োনা ভাই! ক্ষুদ্র বান্দা আমি—বঙ্গরাণীর দেশে বাস করি—আমার বুদ্ধি কতটুকু! আমি মর্য্যাদা রাখতে পারিনি।

হাসান। তুমি যারই বান্দা হও, আমার মনিব।

আসাদ। তুমি বাদসার প্রধান শরীররক্ষী—

হাসান। আর তাঁর শরীর-রক্ষী নই। এখন তোমার বান্দা।

আসাদ। সত্যি না তামাসা!

হাসান। হাসান মিথ্যা কথা কয়না।

আসাদ। আমি যা হুকুম করবো, তাই শুনবে!

হাসান। খোদার দোহাই আমি মিথ্যা কথা কইছিনি। তোমার কাছে হেরেছি শুনে, সম্রাট আমাকে পরিত্যাগ করেছেন। আর বলেছেন, তোমার দাসত্ব করাই আমার শাস্তি।

আসাদ। উঃ! বিষম শাস্তি—তোমার মতন প্রভুভক্ত বীরকে মৃত্যু দেওয়াও এ হতে লঘুতর শাস্তি হত! জনাব! (নতজানু) আপনি মুক্ত—আমি আপনার আশ্রিত। উজীর করুণা ক'রে আমাকে সমস্ত ঘটনা বলে গেছেন। আপনার উপর সম্রাটের নিষ্ঠুর আচরণ আমার কর্ণগোচর হয়েছে। তিনি কাউকে বলতে নিষেধ করলেও, আমি আপনার কাছে কথা প্রকাশ না ক'রে থাকতে পারলুম না। আপনি মুক্ত—আমি আশ্রিত।

হাসান। (হাত ধরিয়া উত্তোলন) না হুজুর তুমি আমার মনিব। তবে আগে মর্ম্মবেদনায় তোমার দাসত্ব করতে এসেছিলুম। এখন বুঝলুম আলমামুনের শাস্তি তার চিরানুগত ভৃত্যের প্রতি পুরস্কার।

তুমি আমার মনিব—এখন যদি সম্রাট আমার শাস্তি মকুফ করতে আসেন, আমি তা গ্রহণ করবো না।

আসাদ। তুমি আমার বড় ভাই, আমি তোমার ছোট।

হাসান। কখন না, তুমি মনিব, আমি গোলাম।

আসাদ। একান্ত বলতে হবে?

হাসান। আমিত মিছে কথা কইনি হুজুরালি!

আসাদ। যা বলব, তাই করবে!

হাসান। একান্ত সাধ্যের অতীত না হ'লে অবশ্য করব।

আসাদ। বেশ, আমার কান মলে দাও।

হাসান। কান ম'লে দেবকি!

আসাদ। এই ও বান্দা, আমার প্রথম আদেশ পালন কর—দাও আমার কান ম'লে দাও। জলদি হুকুম তামিল কর।

হাসান। ও বাবা, একি বিপদ!

আসাদ। বিপদত বটে! কিন্তু এ বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়াত বান্দার সাধ্যাতীত নয়!

হাসান। মনিবের কান ম'লে দেব কি!

আসাদ। আমার কান সড় সড় করছে।

হাসান। আমি হার মানলুম। আমি তোমার কাছে নিজের কান মলছি। বুঝতে পেরেছি—তুমি যদি বান্দা হও, তাহ'লে রাজা কাকে বলব জানিনা। বল ভাই, তোমাকে কি বলব।

আসাদ। শুধু ভাই, আর কিছু নয়।

হাসান। বেশ কি করব বল।

আসাদ। আমাকে আদর কর, যত্ন কর—আশ্রয় দাও। আর আমাকে সঙ্গে রেখে আমার প্রভুর কল্যাণ সাধন কর।

হাসান। তোমার প্রভুত এখানে নাই।

আসান। আছেন বইকি ভাই!

হাসান। তিনিই সিস্তান রাজ?

আসাদ। তিনিই সিস্তান রাজ!

হাসান। আসাদ ভাই, তোমার তৃপ্তির জন্য আজ থেকে তোমার সঙ্গে তোমার প্রভুর দাসত্ব গ্রহণ করলুম। চিরদিন যার আদেশ এতকাল আমি কোরাণের আদেশ বলে পালন করে এসেছি—যুদ্ধে, বিশ্রামে সুখে, দুঃখে, আনন্দে, বিপদে আমি কখন যার সঙ্গ ত্যাগ করিনি, আজ আমি তাঁরই আদেশে তাঁর সঙ্গ থেকে সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করে তোমার সঙ্গে স্থাপন করলুম।

আসাদ। কি আনন্দ—কি আনন্দ—ভাই! শক্তিমান বাদসা আজীবনের পরিশ্রমে যে বিশাল রাজ্য জয় করেছেন, আজ ভাগ্যবলে তোমাকে পেয়ে আমি সেই বিশাল রাজ্যের প্রাণ অধিকার করলুম।

(রমণী গণের প্রবেশ)

১ম, র। কি করছিস রে—বাদসার বাড়ী সওগাৎ নিয়ে যেতে হবে, সেটাকি ভুলে গেলি ?

আসাদ। বহিন, আজ আমাদের বড়ই আনন্দ।

১ম, র। কবে বা আনন্দ কম ছিলরে!

আসাদ। তার ওপরেও আনন্দ। এইযে একে দেখছিস্, ইনি বাদসার চির-সঙ্গী—দক্ষিণ হস্ত। এঁকে আমরা ফাঁকে ফাঁকে লাভ করেছি।

১ম, র। কি ক'রেরে?

আসাদ। সে যে করে হ'ক, শুনে রাখ, এই বুড়ো ভাই আজ থেকে আমাদের—বাদসার নয়। বাদসা যে দুনিয়ার মালিক, আমরা তার স্তম্ভ পেয়েছি।

১ম, ব্র। বাপরে কিরে—তাহলেত আনন্দের কথাই বটেরে।

হাসান। হাঁ বহিন আমি তোদের।

(গীত।)

কোথাছিলি কোন বনেরে কোন ঝোপের কোন কোনে।
এতদিনের পরে কিরে পড়লো মোদের মনে।
কি আনন্দ পোরা ছিল ভাই, তোর চোখের ভিতরে,
বহুদিনের পরে দেখা মুক্ত গেল ঝরে রে ॥
তোরে, দেখে দেখে বাড়ছে কেবল দেখার পিপাসা,
ভরা গাঙের বান বুঝিবে করলে বুকে বাসা ॥

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

লালমহল্লার অভ্যন্তর।

আসাদ।

(গীত)

একি নূতন সুরে বাজিল বাঁশী।
একি নূতন কথা কয়, প্রাণে নূতন মলয় বয়,
আমায় বুঝি করলে উদাসী॥
ছিলাম ঘরে অন্য মনে, বাঁশী আনলে টেনে বনে,
চারি দিকে চেয়ে দেখি উদাস নয়নে।
কোথা থেকে উঠলো সুর, দেখতে এলেম কতদূর,
এখন আত্মহারা পথ হারা চির প্রবাসী॥

(ওমারের প্রবেশ)

ওমার। একি আসাদ! তুমি যাওনি!

আসাদ। কেমন ক'রে যাব?

ওমার। তোমার ত থাকবার কোনও প্রয়োজন নেই! বিশেষতঃ রাণী যখন তোমাকে অবিলম্বে ফিরে যেতে আদেশ করেছেন।

আসাদ। ফিরেত যাচ্ছিলুম—কিন্তু যখন শুনলুম, আপনি সম্রাটের কাছে বোকা বনে চলে এসেছেন, তখন পথ থেকে আমি ফিরে এলুম।

ওমার। আমি বোকা বনে এলুম, একথা তোমাকে কে বললে?

আসাদ। যেই বলুক, আপনি বোকা বনে এসেছেন কিনা বলুন না।

ওমার। কই লোকে বোকা মনে করবে, এমন উত্তর আমি কি দিয়েছি. আমার ত মনে হয়না।

আসাদ। আমি বলব ?

ওমার। তুমি কি করে বলবে ?

আসাদ। বেশ আমি বলি আপনি শুনুন।

ওমার। বল।

আসাদ। সম্রাট আপনাকে রমণীর পুত্র বলেছেন। বিস্মিত হবেন না—বলেছেন ত ?

ওমার। তুমি কেমন ক'রে জানলে আসাদ ?

আসাদ। বলি আমার জানা বড় হ'ল, না আপনার শোনা বড় হ'ল !

ওমার। বলেছে সম্রাট, শুনেছে তার বৃদ্ধ উজীর—গুপ্ত গৃহে চতুর্থ ব্যক্তি প্রবেশ করেনি !

আসাদ। তথাপি আপনার এ অপমান কথা আমি শুনেছি। শুনে আপনার সঙ্গে আমার কথা কইতে ইচ্ছা করছেনা। আমার বিশ্বাস সম্রাটের মুখে এই অপমান কথা শুনে, আপনি চুপ ক'রে ছিলেন, একথা যদি আপনার মা শুনতে পান, তাহ'লে তিনি আর আপনার মুখদর্শন করবেন না।

ওমার। সে কঠোর বাক্য শুনে/ অতি কষ্টে আমি ধৈর্য্যধারণ করেছিলুম। বালক ! প্রাণভয়ে আমি চুপ করে ছিলুম না—শুধু দূতের পরিচ্ছদ আমাকে প্রত্যুত্তর দিতে বাধা দিয়েছে।

আসাদ। দুঃখিত হবেন না। কি কষ্টে আপনি আত্মগোপন করেছেন, বুঝেছি বলেই আমি সেই কথার উত্থাপন করেছি, এবং মনে মনে আপনার ধৈর্য্যের প্রশংসা করেছি।

ওমার। এক একবার মনে হচ্ছে, এ ঘৃণিত ছদ্মবেশ এখনি পরিত্যাগ ক'রে সম্রাটকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করি।

আসাদ। না, তা করবেন না। মায়ের আজ্ঞা আপনি দেবাদেশ

মনে করে আজন্ম পালন ক'রে আসছেন, নিজের মর্ম্মবেদনা সত্ত্বেও তাঁর আদেশ রক্ষা ক'রে আপনি যথার্থই মাতৃভক্তের যোগ্য কার্য্য করেছেন। কিন্তু রাজকুমার, একটা উত্তর ত আপনি দিতে পারতেন! তাতেত আপনার ছদ্মবেশের কোনও হানি হতনা!

ওমার। কি উত্তর আসাদ?

আসাদ। সম্রাট আপনাকে যখন বলেছিলেন, "পত্রের উত্তর সিস্তানের অধিত্যকায় উঠে প্রদান করবো," সে সময় নীরব থাকা আপনার উচিত হয়নি।

ওমার। আমি দূত, সে কথার উত্তর প্রদান করা আমার অধিকার নয়।

আসাদ। ভাল তা না হয়, সম্রাট যখন বললেন, তার কন্যা রেবেকা দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ সুন্দরী, আর সেই জন্য তিনি জঙলি রাণীর পুত্রকে দিতে ইচ্ছুক নন, তখন ত আপনার একটা উত্তর দেওয়া উচিত ছিল।

ওমার। এ কথার উত্তর কি দেবো?

(আইরিনের প্রবেশ)

আই। উত্তর দিতে হবে সিস্তান রাজপুত্র। সে উত্তর আমি বলে দিচ্ছি।

ওমার। কেও মা, এখানে!

আই। বিশ্ববিজয়ী বীরের বিরুদ্ধে তোমাকে যুদ্ধ করতে পাঠিয়েছি, আমি কেমন করে ঘরে বসে থাকি!

ওমার। তুমি সমস্ত কথা শুনেছ?

আই। সমস্ত শুনেছি। শুনে আমিও সেই দাম্ভিক সম্রাটের দর্পচূর্ণ করতে সঙ্কল্প করেছি।

ওমার। বিষম সঙ্কল্প করেছ যে মা! আমি সম্রাটের ঐশ্বর্য্য ও বল দেখে বিস্মিত হয়েছি। তাঁর একটা সামান্য গোলামের যে ঐশ্বর্য্য, সিস্তান রাজের তাও নেই।

আই। কে বললে নেই সিস্তান রাজ!

ওমার। আমার কি আছে মা?

আই। আছে, তোমার মাতৃভক্তি—তোমার সেই ভক্তির সহায়তা গ্রহণ করে, আমি তোমার কাছে সেই আকাশস্পর্শী শৈলের মস্তক অবনত করবো। হুঁসিয়ার ওমার। সম্রাটের কথাও যা কাজও তা। যদি তুমি মাতৃভক্তির পথ থেকে একটু মাত্রও বিচলিত হও, তাহলে তোমার সিস্তানের নাম জগত থেকে মুছে যাবে!

ওমার। বেশ, কি বলব বল।

আই। যে উত্তর শুনে তুমি মর্ম্মাহত হয়েছিলে, দরবারে বহু ওমরাওয়ের সুমুখে তোমাকে আবার সেই মর্ম্মভেদী কথা শুনতে হবে—তা কি তুমি বুঝতে পেরেছ?

ওমার। তা বুঝতে পেরেছি।

আই। তুমি কি উত্তর দিতে?

ওমার। আর সে কথা বলব কেন? এখন আমার মা এসেছেন, মা বলবেন।

আই। বেশ, যেমন সম্রাট বলবেন—"আমার কন্যা জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সুন্দরী। বন্য রমণীর পুত্রকে সে কন্যা দান করবো না।" তুমি বলবে—"বন্য রমণী সভ্যসম্রাটের এ কথায় বিশ্বাস করবেন না। আপনার কন্যা দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ সুন্দরী কিনা আমি দেখতে চাই।"

ওমার। আমি যে দূত, আমাকে সম্রাট কন্যা দেখাবেন কেন!

আই। দেখাতে অনিচ্ছুক হলে, তখনি সর্ব্বসমক্ষে নিজমূর্ত্তি

পরিগ্রহ করবে? সম্রাট কাপুরুষ নন, তিনি সিস্তান রাজকে কন্যা দেখাতে কিছুমাত্র দ্বিধা করবেন না। তারপর তুমি যখন কন্যা দেখবে, তখনি বলবে—"সম্রাট! আপনার এ কন্যা দুনিয়ার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সুন্দরী নয়।"

ওমার। আমিত কখন কোন রমণীর মুখ দেখিনি—আমি কেমন করে মিথ্যা কথা কইব!

আই। হুঁসিয়ার ওমার! তুমি এখনি আপনার কাছেই পরাজিত হচ্ছ—কার সঙ্গে কথা কচ্ছ, ভুলে গেছ—আমি তোমার ভক্তির পাত্র সম্মুখে। তোমাকে অপদস্থ হতে আমি সম্রাটের কাছে প্রেরণ করছি না। যাও, দরবারের জন্য প্রস্তুত হও। মিথ্যা নয় ওমার! আমি এক রমণী দেখেছি, তার তুল্য সুন্দরী দুনিয়ায় থাকতেই পারে না। রূপের শ্রেষ্ঠ সাক্ষী রমণী—পুরুষ নয়। পুরুষ আবৃত চক্ষে রমণী-সৌন্দর্য্য নিরীক্ষণ করে, রমণী মুক্ত চক্ষে দেখে। True.

ওমার। কোথায় দেখেছ মা?

আই। তা বলব না—তোমায় দুনিয়া ঢুঁড়ে অন্বেষণ করে নিতে হবে।

ওমার। বেশ, আমি বলব।

আই। সন্তুষ্ট হলুম—এইবারে তুমি যেতে পার। আমি সম্রাটকে সওগাত পাঠাবার সমস্ত বন্দোবস্ত করে দিচ্ছি।

ওমারের প্রস্থান।

আসাদ। একি করলেন মা?

আই। কি করলুম আসাদ?

আসাদ। অমন মাতৃভক্ত সন্তানকে দুনিয়ার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সুখ হতে বঞ্চিত করলে!

আই। কে বললে করলুম?

আসাদ। আমি যে দেখলুম। বাদসাজাদী রেবেকা দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ সুন্দরী।

আই। তুমি দেখেছ?

আসাদ। দেখেছি। আমি এমন সুন্দর আর কখন দেখিনি। শুনলুম, বাদসার রাজ্যে এমন সুন্দরী আর নেই।

আই। কেমন করে দেখলে?

আসাদ। ওই নীল পাহাড়ের ওপর থেকে। ওখান থেকে বাদসার অন্দর দেখা যায়।

আই। আরসীতে কখন নিজের মুখ দেখেছ বালিকা।

আসাদ। মায়ের নিষেধ—কখন দেখিনি।

আই। তাহ'লে তোমার দেখা সম্পূর্ণ হয় নি। আসাদ! তুমি দুনিয়ার সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ সুন্দরী।

আসাদ। আমি–আমি!

আই। তুমি! ভয় কিমা–এ গৌরবের কথা শুনে তুমি ভয় পাচ্ছ কেন?

আসাদ। দোহাই হুজুরাইন—আমি বাঁদী।

আই। কুচ পরোয়া নেই, তুমি প্রেমের বাঁদী, অর্থের নও—তুমি তোমার বাঁদী, অন্যের নও। এয়সা দিন নেহি রহেগা। নিরাশার মহৌষধ অঙ্গুলিতে বেঁধে নিয়ে বেড়াচ্ছ। হুঁসিয়ার, দ্বিতীয়বার হতাশ হয়ে এ অমূল্য অঙ্গুরির মর্য্যাদা নষ্ট কর না।

আসাদ। তাহলে আমি এখন কি করব হুকুম করুন।

আই। আর কি করবে—এই দাম্ভিক সম্রাটকে যুদ্ধে পরাস্ত করতে আমার সহায়তা কর। আমার জ্ঞানে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কার আমি তোমার জন্য তুলে রাখলুম। আমি আর এখানে অধিকক্ষণ থাকবো না। এখানে তুমি থাকতে চাও, থাক, যেতে চাও আমার সঙ্গে এস।

আসাদ। আমি থাকবো।

আই। বেশ থাক।

[আইরিনের প্রস্থান।

আসাদ। আমি আমার বাঁদী, অন্যের নয়! দরিদ্রা রমণীর কন্যা, আমার প্রতি তোমার এত করুণা! বেশ সিস্তানরাণী, তোমার কথাতেই বলি, এয়সা দিন নেহি রহেগা! আজ যেমন তুমি আমাকে আমার বাঁদী বলে আমাকে খোলসা দিয়ে গেলে, আমিও বলে রাখছি, আমি তুনিয়ার মালিকানি পেলেও তোমার বাঁদীগিরি পরিত্যাগ করব না। এখানে কে আছিস রে?

(রমণীগণের প্রবেশ)

আসাদ। হাঁরে বোন্?

১ম, র। কি ভাই সাহেব?

আসাদ। তোরা হুজুরকে বেশি মানিস, 'না হুজুরের নামকে বেশী মানিস?

১ম, র। নামকে মানি।

আসাদ। তাহলে—যে হুজুরের নামের ক্ষতি করবে, সে আমাদের তুসমন্।

১ম, র। আলবৎ - সে আমাদের তুসমন।

আসাদ। এখানকার রাজা আমাদের রাজাকে জঙ্গলী বলেছে।

১ম, র। কি আমাদের রাজা জঙ্গলী!

আসাদ। তা হলে রাজার সঙ্গে আমরা যে সব প্রজা এসেছি—আমরা সব জঙ্গলী!

১ম, র। কি আমরা জঙ্গলী।

আসাদ। কিন্তু এখানকার রাজা যখন আমাদের জঙলী বলেছে, তখন আমাদের জঙলী হতে হবে।

১ম, র। আলবৎ।

আসাদ। হাজার হ'ক রাজা ত বটে।

১ম, র! তা আর বলতে।

আসাদ। তাহলে আমরা জঙ্লী।

১ম, র। বেসক।

আসাদ। তাহলে সকলে চল, আমরা জঙ্লি হয়ে লাল মহল্লা ছেড়ে জঙ্গলে আড্ডা করি।

সকলে। চল—চল—জঙ্গলে চল।

সকলের গীত।

জঙ্গলা বঁধু রইল না ঘরে।
তার পালঙ দেখে প্রাণ কেমন করে॥
পোলাও দেখে সোনার থালে, (বাছার) চক্ষু দুটো উঠলো কপালে,
বদর বদর বদর বলে তুলতে গালে,
খাঁচার ভিতর পয়াণ চাচার হাঁফ গেল ধরে।
সে উঠবে গাছে, রাখবে কাছে গেছো প্রেয়সী,
প্রেম সোহাগে পাতা খাবে ডালেতে বসি,
এখন কাঁদি কি হাসি (ও কান্না হাসী)
চেয়ে দেখ্ বদন মেলে তোর বোনঝিকে ফেলে,
বদর বদর বদর বলে
পাগলা জামাই পালিয়ে গেল গাছের পারে লাফ মেরে।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

লালমহল্লার সম্মুখ।

মোবারক ও প্রহরী।

মোবা। বাদসা সিস্তানীদের পরিচর্য্যার ভার আমার উপর দিয়েছেন, কিন্তু লালমহল্লায় তাদের কাউকে ত দেখতে পাচ্ছি না। সব ঘর খালি পড়ে রয়েছে, তাকিয়া, আসবাব সব উলটে পালটে এখানে পড়ে রয়েছে।

প্রহরী। কেমন করে দেখবেন, তারা সব মহল্লা ছেড়ে জঙ্গলে পালিয়েছে।

মোবা। জঙ্গলে পালিয়েছে!

প্রহরী। হুজুর! সে বড় মজার কথা। কাল সমস্ত রাত্রি তারা মহালের ভেতরে কেবল লাফালাফি দুপোদুপি করে বেড়িয়েছে।

মোবা। কেন?

প্রহরী। কেন, কি বলব হুজুর! তারা সব জঙলি—ঝোড়ে জঙ্গলে পাহাড়ের গর্ত্তে বাস করে, আপনারা তাদের ঠাঁই দিয়েছেন একেবারে এমন কামরায়, যেখানে রাজা বাদসা ভিন্ন কখন থাকতে পারে না; সেখানে তারা থাকতে পারবে কেন?

মোবা। বটে! ফরাস সব কেটে কুটীকুটী করেছে।

প্রহরী। এখনে ত তারা মহলে ঢুকতেই চায় না। কত সাধ্য সাধনা ক'রে যদিও তাদের ঢোকালুম, কিন্তু একবার না ঢুকেই মহল্লার ঘর না দেখে, তারা হুড়হুড় ক'রে ছুটে বেরিয়ে এল। ঘরের কৌচ কেদারা খাট পালং দেখে তারা মনে করলে বুঝি সে গুলো ফাঁদ। কেউ সে দিকে এগুলো না। আমি দু এক জনকে অনেক বুঝিয়ে একটা ঘরের মেঝেতে বসালুম। এখন সেই ঘরের দেয়ালে ছিল বড়

বড় ছবি। সেই ছবি দেখেই পড়ি কি মরি ক'রে তারা ঘর ফেলে দে-ছুট। মনে করলে বুঝি মানুষের গলায় দড়ী দিয়ে আমরা দেয়ালে ঝুলিয়ে রেখেছি।

মোবা। তারপর তারা কোথায় গেল?

প্রহরী। একেবারেই তারা দেশ ছেড়ে পালাবার মতলব করেছিল, কেবল আমরা কৌশল ক'রে যেতে দিইনি। লালবাগকে জঙ্গল ব'লে সেই খানে তাদের আড্ডা দিয়েছি।

মোবা। বস্, তাহ'লে তারা আছে।

প্রহরী। আছে—কেউ গাছের তলায়, কেউ গাছের ডালে—কতকগুলো তালাওয়ের ধারে—কেউ মাদল বাজাচ্ছে—কেউ নাচছে কেউ গাইছে।

মোবা। বাদসারও যেমন কাণ্ড, এই ভূতগুলোকে এমন পরী-স্থানে ঠাঁই দিয়েছেন। আর তাদের সঙ্গে যে দূত এসেছিল?

প্রহরী। সেও তাদের সঙ্গে বাগানে আছে।

মোবা। এখানে তাহ'লে কেউ নেই?

প্রহরী। একজন আছে—সেই দূতের সঙ্গে যে ছোকরা বান্দা এসেছে, কেবল সেই আছে।

মোবা। বেশ, তাকে একবার ডেকে দে দেখি। (প্রহরীর প্রস্থান) তাইত এরা কেন এসেছে! বারো বৎসর লড়াই ক'রে স্বয়ং বাদসা যাদের হারাতে পারেন নি, তারা উপযাচক হয়ে এমন অসময়ে জাঁহাপনার দরবারে উপস্থিত হ'ল কেন? সিন্তান অধিকার করতে না পারলে, আমি রেবেকাকে পাব না। রেবেকা—রেবেকা—আমার জীবনের একমাত্র প্রার্থনীয় রত্ন রেবেকা! তোমাকে লাভ করবার জন্য ছদ্মবেশে আমি দুনিয়া পরিভ্রমণ করেছি, তোমাকে লাভ করবার জন্য আমি আবার সিন্তানজয়ে প্রস্তুত হয়েছি। এমন সময় সিন্তানীরে

এখানে বশ্যতা স্বীকার করতে এসেছে। করুণাময় পরমেশ্বর আমার মর্ম্ম কথা শুনতে পেয়েছেন, শুনে আমার কার্য্যভার লাঘব করে, বেবেকা, তোমাকে আমার নিকটস্থ করে দিয়েছেন। যে দিন তোমাকে হৃদয়ে ধরবো, সে দিন যেন আমি চক্ষের সম্মুখে দেখতে পাচ্ছি।

(আসাদেব প্রবেশ)

কি বালক! কাল কি তোমাদের থাকবার কিছু কষ্ট হয়েছে?

আসাদ। কাল কি তোমাদেব থাকবার কিছু কষ্ট হয়েছে?

মোবা। আমাদের থাকবার কষ্ট হবে কেন?

আসাদ। আমাদের থাকবার কষ্ট হবে কেন?

মোবা। হয় নি ত?

আসাদ। হয় নি ত?

মোবা। আরে গেল, এ কি জঙলি!

আসাদ। আরে গেল, এ কি জঙলি!

মোবা। বেশ ভাই, আমি জঙলি!

আসাদ। বেশ ভাই, আমিও জঙলি!

মোবা। তোমার নাম কি?

আসাদ। তোমার নাম কি?

মোবা। আমাব নাম মোবারক।

আসাদ। আমার নাম আসাদ।

মোবা। ভাল আসাদ মিয়া!

আসাদ। কি মোবারক মিয়া!

মোবা। একটা কথা তোমাকে জিজ্ঞাসা করব?

আসাদ। কর।

মোবা। তোমরা এখানে কি জন্য এসেছ ?

আসাদ। বেশ, বলব। কিন্তু তুমিও আগে বল, আমি যা জিজ্ঞাসা করবো, তুমি তার উত্তর দেবে ?

মোবা। দেবো, কিন্তু উত্তর দেবার যোগ্য না হ'লে দেবো না।

আসাদ। বেশ-আবার প্রশ্ন কর।

মোবা। তোমরা কি জন্য এসেছ ?

আসাদ। আমরা বাদসাজাদীকে সাদী করতে এসেছি।

মোবা। (উচ্চ হাস্য)

আসাদ। হাসলে যে !

মোবা। কে বিয়ে করবে ? তুই নাকি ?

আসাদ। বেশ, আমি ! আমাদের রাজা বাদসাজাদীকে বিবাহ করবার জন্য প্রস্তাব পাঠিয়েছে। বেশ, তুমি যখন বললে, তখন আমাদের রাজাকে নিষেধ ক'রে আমিই বিয়ে করবো।

মোবা। (হাস্য) আরে ম'ল এ জঙলি গুলোর আস্পর্দ্ধা দেখ।

আসাদ। এখন আমার কথার উত্তর দাও।

মোবা। যা যা জঙলি—আগে মানুষের মতন কথা কইতে শেখ, তবে তোর কথার উত্তর দেবো।

আসাদ। বলবে না ?

মোবা। কি বলব—ঘরে বাস করতে জানিস না—অমন মহল্লায় থাকতে দিলুম, তোরা তাই ফেলে গাছের তলায় পালিয়ে গেলি—আরে ম'ল বানরটার আস্পর্দ্ধাত ক্রম নয় ! হুঁসিয়ার ! বাদসার সুমুখে ভুলেও যেন এ কথা তুলিসনি। ফের কথা তুললে—কেটে দুখানা করে ফেলবো—

(ওমারের প্রবেশ)

ওমার। কি কথা আসাদ ?

আসাদ। এ আমাকে জিজ্ঞাসা করলে আমি উত্তর দিতুম। আমি জিজ্ঞাসা করছি, এ উত্তর দিতে চায় না।

ওমার। কি জিজ্ঞাসা করছ ?

আসাদ। আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই—বাদসাজাদী আমাদের রাজার যোগ্য সুন্দরী কি না ?

ওমার। কি মিয়া তুমি উত্তর দিতে চেয়েছ ?

মোবা। চুপ্ কর বেয়াদব—জঙলি রাজার গাড়োল দূত—কার সঙ্গে কি করে কথা কইতে হয় জানিস না ?

ওমার। যা জিজ্ঞাসা করেছে, আগে তার উত্তর দাও।

মোবা। হুঁসিয়ার! (অস্ত্র বহিষ্করণ)

ওমার। বালক যা জিজ্ঞাসা করেছে, তার উত্তর দাও। বল, বাদসাজাদী আমাদের রাজার যোগ্য সুন্দরী কি না।

মোবা। তবেরে পিণ্ডেখোর! (উভয়ের অস্ত্রযুদ্ধের উদ্যোগ)

(হাসানের প্রবেশ)

হাসান। হাঁ হাঁ—হুজুর কি উজীর-পুত্র। এরা বিদেশী, এরা এ সহরের আইন না জানতে পারে। তুমি ত জান—তুমি ত জান, এখানে যে কোন ব্যক্তি পথে বিবাদ করবে, তাকে শাস্তি পেতে হবে।

মোবা। বেশ হাসান, এই জঙলিদের বুঝিয়ে দাও, কোহিনুর বানরের গলার যেরূপ যোগ্য, আমাদের বাদসাজাদী জঙলি সিন্ধান রাজের পক্ষে সেইরূপ যোগ্য।

আসাদ। আর আমার পক্ষে ?

মোবা। বাদশা আমার মৃত্যু-শাস্তির ব্যবস্থা করেন, সেও স্বীকার, তবু আমি এই বেয়াদব বান্দাকে জাহান্নামে পাঠাব।

হাসান। আমি পাঠাতে দেব কেন ?

মোবা। না দাও, বুঝবো তুমি বিশ্বাস ঘাতক।

হাসান। বিশ্বাস ঘাতক তুমি—তুমি বাদসাজাদীর লোভে আগন্তুকের অপমান ক'রে, দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ বাদসার সম্ভ্রম নষ্ট করছ।

মোবা। তা ব'লে বেয়াদব জঙলি বান্দা বাদসজাদীর পবিত্র নাম নিয়ে রহস্য করবে! আর আমি তাই শুনে চুপ করে থাকবো?

হাসান। ওর খুসী, তুমি শুনতে না পার সরে যাও। বীরত্ব এখানে দেখাচ্ছ কেন? বারো বৎসর সম্রাট, আর সম্রাটের সঙ্গে এই আমি এই পার্ব্বত্য জাতিকে বশে আনতে চেষ্টা করেছিলুম, পারিনি। তুমি সেই সিস্তানে গিয়ে এইরূপ বীরত্ব দেখাতে পার, তবেই তোমার বীরত্বের গৌরব করবো।

মোবা। সম্রাটের নাম নিয়ে তুমি এ প্রশ্নের উত্তর দিতে আমাকে নিরস্ত করলে।

হাসান। বেশ নিরস্ত হও।

মোবা। নইলে হাসান, রোমবিজয়ী, পারস্তবিজয়ী, তাতারজয়ী বীর সাহানসা আলমামুন বার বৎসর লড়াই ক'রে একটা ক্ষুদ্র অসভ্য জাতিকে বশে আনতে পারেন নি, এ কথা তুমি একশো বার হলফ ক'রে বললেও বিশ্বাস করি না?

হাসান। বিশ্বাসে দরকার কি। তবে আগে তাদের জয় ক'রে এসে এ গরীবকে তিরস্কার করলে ভাল হয় না?

মোবা। ভাল তাই করব। তুমি যাকে পরাস্ত করতে অপারগ হয়েছ, সে যে অন্যের অজেয় এটা মনে ক'র না হাসান!

হাসান। আচ্ছা করবো—

মোবা। আজ তোমার আচরণ দেখে বড়ই বিস্মিত হচ্ছি।

হাসান। কি করব—হও।

মোবা। তোমার বেয়াদবীর কথা এখনি আমি পিতার কাছে জ্ঞাপন করবো।

হাসান। পুত্রের কর্ত্তব্য করবে, আমি তাতে বাধা দেব কেন— এখনই কর, এই তোমার বাপ আসছেন।

(উজীরের প্রবেশ)

উজীর। এই যে, জনাবালি! সাহানসা বাদসা আপনাদের দরবারে নিমন্ত্রণ করতে আমাকে প্রতিনিধি করে পাঠিয়েছেন।

ওমার। হুজুরালি! বহুমানে সাহানসার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করলুম।

উজীর। আর আপনার এই বান্দা বালককেও তিনি স্বতন্ত্র নিমন্ত্রণ করে পাঠিয়েছেন।

ওমার। বান্দা কে? সিস্তান রাজ্যে বান্দা নেই। সকলেই রাণীর পুত্র কন্যা।

উজীর। বেয়াদবী মাফ করুন—বালক! সম্রাট তোমাকে নিমন্ত্রণ করেছেন।

আসাদ। হুজুর!

ওমার। মুখের দিকে চাচ্ছ কেন—অনুমতির অপেক্ষা কেন? সাহানসা যখন তোমাকে স্বতন্ত্র সম্মান দিয়েছেন, তখন সসম্মানে তা' গ্রহণ কর।

আসাদ। উজীর সাহেব! আমরা যে জঙলি!

উজীর। সে নিমন্ত্রণ কর্ত্তা বুঝবেন। মোবারক! এঁরা যখন দরবারে যাবেন, তুমিই এঁদের পরিদর্শক হয়ে সসম্ভ্রমে সঙ্গে নিয়ে যাবে। হুঁসিয়ার, যেন সম্ভ্রমের ত্রুটী না হয়।

মোবা। যো হুকুম।

উজীর। জনাবালি সেলাম। (সকলের প্রত্যভিবাদন)

[উজীরের প্রস্থান।

মোবা। (স্বগতঃ) তাইত। জঙলিদের কাছে সকাল বেলাটায় একি অপমান। (প্রকাশ্যে, জনাব! অসদ্ব্যবহার করেছি, মাপ করুন।

ওমার। কিছুই করেন নি—মাপ কি!

মোবা। অবশ্য করেছি। বালক, তোমার কাছেও করেছি।

আসাদ। কিছু না—কিছু না—(হাসানের প্রতি) কেমন মিয়া কিছু না?

হাসান। কিছু না, কিছু না—

(বাঁদীগণের প্রবেশ)

আসাদ। কেমন বাঁদীবে কিছু না?

গীত।

কিছু না, কিছু না, কিছু না, কিছু না—
[illegible] পিরীতে এই রীতি হে বুঝে দেখনা।
পিরীত প্রথম দেখাশুনা
অন্ধকারে [illegible] আনাগোনা,
ধুম ধড়াক্কা সকলি ফক্কা, তা-না-না-না তিনি-না।
কোলাকুলি কিলোকিলি,
গলাগলি আর ঠেলাঠেলি,
চোক বুঁজে চলাচলি,
যেন কোন কালে কেউ কারে চিনি না।
দূর থেকে হামাগুড়ি,
কাছে এসে হুড়োহুড়ি,
যেই হলো ছাড়াছাড়ি (অমনি [illegible] বাচিনা-বাচিনা-বাচিনা বাঁচিনা।

তৃতীয় দৃশ্য।

প্রাসাদ কক্ষ।

আমীরগণ।

১ম, আ। তাইত হে এ হ'ল কি! একটা জঙলি রাজার দূত আসছে, তাকে খাতির দেখাবার যে বন্দোবস্ত, বড়বড় রাজা আসতেও যে তা হয়নি হে।

২য়, আ। তাইত দেখছি—সমস্ত রাজসভা ফুলমালা দিয়ে সাজান, পথে পথে পাতা লতা—যেন বাদসাজাদীর বিয়ের বর আসছে হে।

১ম, আ। ওমরাওদের উপর খাতির করবার ভার দেওয়া হয়েছে। তাঁরা সব পথে পথে জঙলিগুলোকে আগ বাড়িয়ে দরবারে আনবার জন্যে দাঁড়িয়ে আছে। উজীর পুত্র মোবারকসার উপর পরিচর্য্যার ভার পড়েছে। ব্যাপারটা কি বল দেখি?

২য়, আ। থাকবার জন্য লাল মহল্লা, হুকুম তামিল করতে বাদসার খাস বান্দা।

১ম, আ। আমাদেরওত দরবারে হাজির হবার জরুরি তলব পড়েছে। আমাদেরওকি জঙলিদের খাতিরের জন্য থাকতে হবে নাকি!

২য়, আ। সেইটেইত দেখছি।

১ম, আ। তাহ'লে ত বড়ই লজ্জার কথা হ'ল হে। আমরা আমীর—এক একটা মুলুকের সরদার—আমাদেরও জঙলিদের কাছে মাথা নোয়াতে হবে!

২য়, আ। মিঞারা কোথায় আছে তা জান?

১ম, আ। এই যে বললে লালমহল্লা।

২য়, আ। লালমহল্লায় যদি থাকবে তবে জরুরি কি?

১ম, আ। তাহ'লে কোথায় আছে ?

২য়, আ। ও আল্লা, তা বুঝি জান না। মোবারক সা খাতির তদারক করতে গিয়ে দেখে যে লালমহল্লা ফাঁক। সব জঙ্গলি মহল্লা ছেড়ে পালিয়েছে।

১ম, আ। পালিয়েছে!

২য়, আ। বলছি শোননা—গিয়ে দেখে বাড়ীতে একটীও প্রাণী নেই। আসবাব সব ওলটপালট—খানার ছড়াছড়ি—অথচ কেউ নেই। খোঁজ খোঁজ—কোথায় গেল খোঁজ—খুঁজতে খুঁজতে দেখে সব জঙ্গলের ভেতর ঢুকে বসে আছে। কেউ ঝোপে মুখ গুঁজড়ে আছে—কেউ বাঁদরের মতন গাছে ঝুলছে।

১ম, আ। বল কি। গাছে ঝুলছে!

২য়, আ। কেউ পানকৌড়ির মতন জলে ডুবছে আর উঠছে—কেউ ঘাস খাচ্ছে।

১ম, আ। (হাস্ত) ঘাস পর্য্যন্ত খেয়ে মেরে দিচ্ছে!

২য়, আ। পেটের জ্বালা ধরেছে, না খেয়ে আর কি করবে! কাল তাদের খানার জন্ত পোলাও, কালিয়া, কাবাব, কোপ্তার বন্দোবস্ত হয়েছিল—বাদসার নিজের খানার যে মসলা, সেই সব ভাল ভাল মসলা দিয়ে সেই সব তরকারি রান্না—কিন্তু হ'লে কি হবে জঙ্গলি—তারা কচু ঘেঁচু খায়—যেই খানার তরুতরে গন্ধ তাদের নাকে ঢুকেছে, অমনি তারা হাঁচতে হাঁচতে নাক টিপে দৌড়। শেষে পেটের জ্বালায় সারারাত ঘাস খেয়েছে। কৈসরবাগ গুলজুর্ন একেবারে সাফ—

১ম, আ। তুমি দেখেছ ?

২য়, আ। না, শুনে এলুম—

১ম, আ। হাঁরে ভাইসব—জঙ্গলিগুলো নাকি কাল কৈসরবাগের ঘাস খেয়ে ফেলেছে।

২য়, আ। হাঁ আমরাত তাই শুনলুম।

১ম, আ। সকলেই যদি শুনলে, তাহ'লে দেখলে কে?

(হাসানের প্রবেশ)

২য়, আ। এই হাসান মিয়া দেখেছে—

১ম, আ। কিহে মিয়া তুমি দেখেছ?

হাসান। কি মিয়া?

১ম, আ। যে জঙলিগুলো এসেছে, তারা নাকি কৈসরবাগের ঘাস খেয়ে ফেলেছে?

হাসান। হুঁ! এই রকমত শুনছি!

১ম, আ। হা আল্লা! তুমিও শুনছ!

হাসান। শুনছিও কতক, দেখ্‌ছিও কতক।

১ম, আ। শুনলে কি, আর দেখলে কি!

হাসান। শুনছি তারা ঘাস খেয়েছে—দেখছি তোমরা জাবর কাটছ।

১ম, আ। (হাস্য) তামাসা! তাইত বলি, যতই জঙলি হোক—মানুষত! তারা ঘাস খাবে কি?

সকলে। তাইত—ওকি কখন বিশ্বাস হয়!

২য়, আ। তা যা হ'ক মিয়া তাদের এত খাতির কেন?

১ম, আ। তাইত তাই, রাজুরাজড়া, আমীর ওমরাও বাদসার কাছে যে খাতির পায়নি, সেই খাতির পেলে কিনা জঙলি!

হাসান। বাদসা সূক্ষ্মদর্শী—যে যেমন মান পাবার তাকে তেমনি মান দিচ্ছেন। তারা খাতির পাবে না ত কি খাতির পাবেন আপনারা! আপনারা সভ্য বটে কিন্তু গোলাম, আর তারা অসভ্য হয়েও স্বাধীন।

১ম, আ। অন্ত রাজারা যখন প্রথম প্রথম রাজধানীতে এসেছেন, কই তাঁরাওত এমন খাতির পাননি!

হাসান। তারা বাদসার আক্রমণের বেগ মুহূর্ত্তের জন্য সহ করতে পারেনি—নদীস্রোতের মুখে বেতগাছের মতন আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে মাথা নুইয়েছে—আর এরা প্রাসাদ সম্মুখস্থ নীল পাহাড়ের মতন আজও পর্য্যন্ত বাদসার দম্ভের ওপরে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে।

১ম, আ। এইবারেত মাথা হেঁট করলে!

হাসান। করলে কিনা তা শেষ না দেখলে কেমন ক'রে বলব!

১ম, আ। সে আমাদের আগে দেখা আছে। জগুলি—সে শুধু বাদসার দয়াতে এতকাল স্বাধীন আছে।

হাসান। কি, বাদসা জগুলির কৃপায় এতদিন স্বাধীন আছে!

১ম, আ। কি বললে হাসান—একি! হাসান কি বললে! বাদসার গোলাম হয়ে বাদসার নামের অপমান করলে!

সকলে। কি বললে (কর্ণে অঙ্গুলি)

হাসান। কে বলে আমি বাদসার গোলাম।

১ম, আ। গেল—গেল—বাদসা শুনলেই গেল—

সকলে। গেল, গেল—

হাসান। চোপরাও—কোন কমবখ্‌তে বলে আমি 'গেল'।

সকলে। মাথা খারাপ হয়ে গেছে—মাথা খারাপ হয়ে গেছে—

হাসান। এখনও বলছি হুঁসিয়ার—

১ম, আ। চুপ চুপ—বাদসা—বাদসা—

হাসান। তোদের বাদসা, আমার কি!

সকলে। গেল—গেল—কাঁচা মাথা—কাঁচা মাথা—

(আলমামুনের প্রবেশ)

আল। আমীরগণ! আপনারা উৎকৃষ্ট পরিচ্ছদে সজ্জিত হয়ে, [illegible]আপন আবাসে প্রস্তুত থাকুন। আপনাদের দরবারে হাজির

হবার পরোয়ানা না যাওয়া পর্য্যন্ত, অথবা দোসরা পরোয়ানা না পাওয়া পর্য্যন্ত কেউ আবাস ত্যাগ করবেন না।

১ম আ। যোহুকুম জাঁহাপনা।

[আমীরগণের প্রস্থান।

আল। বেইমান। তুমি আমার অনুগত সামন্তের সম্মুখে আমার মর্য্যাদা নষ্ট করছ!

হাসান। হুঁসিয়ার সম্রাট, আমি বেইমান নই।

আল। কেয়া গোলাম! (অস্ত্র বাহির করণ)

হাসান। আপনি ভুলে গেছেন, আমি এখন সিস্তানের গোলাম, আপনার নই।

আল। ওঃ! কি দারুণ বিস্মৃতি! হাসান, মাপ কর।

(আসাদের প্রবেশ)

আসাদ। জাঁহাপনা আমাদের রাণী ভেট পাঠিয়েছেন।

আল। বালক! তোমার সঙ্গে আমি কথা কইতে ইচ্ছা করি।

আসাদ। হাসান! (স্থানত্যাগের ইঙ্গিত। হাসানের প্রস্থান) কি বলবেন জাঁহাপনা!

আল। তোমাদের রাজ্যে কি বাঁদী নেই?

আসাদ। না জাঁহাপনা, বাঁদী বান্দা কিছু নেই—সব স্বাধীন।

আল। কিন্তু তুমি আমার উজীরের কাছে বলেছ, তুমি ক্রীতদাস।

আসাদ। তা বলেছি।

আল। তবে বান্দা নেই বলছ যে?

আসাদ। পয়সা দিয়েই কি সব সময় কিনতে হয় জাঁহাপনা! আর কি কেনবার মূল্য নেই?

আল। আছে বোধ।

আসাদ। আমিও তাইতে কেনা।

আল। আমি যদি তোমায় চাই।

আসাদ। আমার মনিব ছাড়বে কেন?

আল। আমার দুনিয়া বিনিময় ক'রলেও ছাড়বে না?

আসাদ। আমার মনিব ইচ্ছা করলে দুনিয়া জয় করতে পারেন।

আল। এ কথা আমি বিশ্বাস করি না।

আসাদ। কেন, আপনার উজীরত লক্ষ সৈন্য নিয়ে সিস্তানে যাবার প্রতিজ্ঞা করেছেন। সেনাপতি হয়ে আপনি যাবেন, তাহলেই বুঝতে পারবেন।

আল। তোমার কে আছে?

আসাদ। মা আছে, বাপ মরে গেছে।

আল। মা আছে!

আসাদ। চমকে উঠলে কেন জাঁহাপনা?

আল। তাহ'লে তোমাকে পাবার প্রত্যাশা আছে।

আসাদ। মা স্বর্গে আছে।

আল। তাহ'লে মাও তোমার নেই!

আসাদ। কে বলে নেই? আমার মা—আমার মা—আমার সে স্নেহময়ী মা! ঠিক আছে, সঙ্গে সঙ্গে আছে—প্রতি মুহূর্তে আমি তাঁর স্নেহ অনুভব করছি। আমার বাপ নেই—

আল। সেও কি দুনিয়ায় নেই?

আসাদ। তা জানি না—আর জানবারও ইচ্ছা রাখি না। আমি জন্ম অবধি তাঁকে দেখিনি।

আল। আমি যদি অনুসন্ধান করে তাকে দেখাই।

আসাদ। কেন, দরকার কি! মরা বাপকে দেখে কি করবো?

আল। মরা বাপ তোমাকে কে বললে?

আসাদ। আমার মাই বলেছে। আমি ছেলে বেলায় দেখতুম, সব ছেলের বাপ আছে, কেবল আমারই বাপ নেই। আমি মাকে বাপের কথা জিজ্ঞাসা করেছিলুম। মা বলেছিল, "তোমারও বাপ আছে। সে বিদেশে আমাদের জন্য পয়সা রোজগার করতে গেছে। সে আসবে—অন্যান্য ছেলে মেয়েদের তাদের বাপ যেমন বুকে তুলে আদর করে—তোমাকেও তেমনি আদর কর্‌বে।

আল। তারপর ?

আসাদ। তারপর আর বলতে ইচ্ছা করেনা—বাপের মৃত্যু কথা জাঁহাপনা, বড় সুখের কথা নয়।

আল। বাপ মরে গেছে কত দিন আগে জেনেছ ?

আসাদ। আমি রোজ বাপকে দেখবার জন্য পথ পানে চেয়ে থাকতুম। এমনি করে একদিন চেয়ে আছি, মা কোথা থেকে পিছনে এসে পিঠে চাপড় মেরে বললে—"কাকে খুঁজছিস্ - সে মরে গেছে ! সে এক বাদসাজাদী প্রেতিনীকে নিকে ক'রে তার পূর্ব্বজীবন হারিয়ে ফেলেছে। আর সে আসবেনা ! যদি সে আসে, সে আর আগেকার সে নয়—তার প্রেতমূর্ত্তি—তাকে দেখতে নেই।"—

আল। তারপর ?

আসাদ। তার পর মা আমাকে সেই পথ থেকে কোলে তুলে পথ ধ'রে চলে গেল—আর বাড়ীতে ফিরলোনা ! কতদূর মা আমাকে নিয়ে গেল ! কিন্তু মা আমার বাপের শোক সইতে পারলে না ! চলতে চলতে পথের মাঝখানে মা দেহত্যাগ করলে—করে স্বর্গে চলে গেল ! চারিদিকে জঙ্গল—চারিদিকে অন্ধকার—চারি দিকে বাঘ ভালুকের মেলা—মাঝখানে সাত বছরের আমি—আর আমার তীর্থ যাত্রী মা—কোথা থেকে খোদা সেই বিজন বনে এই রাণীকে পাঠিয়ে দিলে !—রাণী ঘোড়ায় চড়ে সেই বনে বাঘ শীকার করতে এসেছিল।

মা যাবার সময় রাণীকে কাছে ডেকে কানে কানে কি বললে, আর আমাকে বললে আজ থেকে তুই এর ক্রীতদাস। রাণী আমাকে কোলে তুলে নিলে—তার পর ঘোড়ায় চাপিয়ে এক বাঁশি বাজালে—চারিদিক থেকে লোক জড় হয়ে মাকে ঘেরে ফেললে! রাণী আমায় নিয়ে ছুটে চলে গেল!

আল। আর মাকে দেখনি?

আসাদ। রাণী আর দেখ্‌তে দিলেন না—কেবল আমাকে বললে "আসাদ যদি আমার নাম আইরিণ্‌ হয়, তাহলে তোর মরা বাপের শ্রাদ্ধ করবো।" জাঁহাপনা আর কিছু আপনার শ্রোতব্য আছে?

আল। না, আর শোনবার কি আছে।

আসাদ। কিন্তু জাঁহাপনা আমার এখনও বলবার আছে। আমার জন্য রাণী ছেলেকে রাজ্য দিলেনা। যতদিন আমার মরা বাপের শ্রাদ্ধ না হবে, ততদিন সে রাজ্য পাবে না।

আল। যদি শ্রাদ্ধ না হয়?

আসাদ। তা হ'লে সে রাজ্য আমার।

আল। ভাল যে দিন তোমার মরা বাপের শ্রাদ্ধ হবে, সে দিন কি তুমি আমাকে নিমন্ত্রণ করবে?

আসাদ। সে কথা, রাণীকে না জিজ্ঞাসা ক'রে কেমন ক'রে বলবো?

আল। জিজ্ঞাসা করবে!

আসাদ। করবো।

আল। বহুত আচ্ছা—সেলাম।

(আসাদের প্রস্থান)

আল। পাগলামী? না। মূর্খতা? না। ধর্ম? না। তবে কি বিনিময়ে, [illegible] অভিমানাদত্ত বয়সের [illegible] 'ক্রীতদাস' [illegible]-

দ্বারের একটা ধূলিকণার সঙ্গে মূল্যে তুল্য হবে না। মৃত্যুতেও যে তোমাকে লাভ করবো, আমার সে আশা নাই! তুমি আছ স্বর্গের কোন্ উচ্চশিখরে আমি যাব নরকের কোন্ নিম্ন গহ্বরে। ধর্ম্ম। পতি সোহাগিনী ভিখারিণী সতীকে অসহায় রেখে বনে ফেলে চলে এসেছি—অহঙ্কারে আত্মহারা হযে সত্যলঙ্ঘন করেছি—আমার আবার ধর্ম্মগৌরব করবার কি আছে? তবু কি তোমায় পাবনা? সতী যে খানেই থাক জানি আমি অন্ততঃ ভ্রূকুটী ভঙ্গে আমাকে শিক্ষা দিবার জন্য তুমি কোন লোকান্তরালে আমার অপেক্ষায় লুকিয়ে বসে আছ। তোমার প্রেমাকর্ষণ এ নিস্পন্দ অসাড় দেহেও আমি যেন একটু একটু অনুভব করতে পারছি। শরীরী হও, অশরীরী হও—যদি তোমার ভগ্ন কুটীর দ্বারে অবনত জানু হয়ে দর্শন ভিক্ষা করি, করুণাময়ী তা হ'লে কি দেখা পাবনা?

(উজীরের প্রবেশ)

উজীর। কি জাঁহাপনা দেখা হ'ল?

আল। দেখা হ'ল, কিন্তু কেমন করে পাব উজীর। রাজ্য সম্মুখে সওগাত ধরলুম, ছুঁলেনা—পিতাকে [illegible] চাইলুম, কথা কানে তুললেনা।

উজীর। নিদর্শন দেখলেন?

আল। নিদর্শন! তার স্ফুরিত অধরের প্রতিকথা, তার চঞ্চল নয়নের প্রতি ভঙ্গী, তার কোমল বাহুর অঙ্গুলি সঞ্চালনটী পর্য্যন্ত—কি বলব, বালকের কোমল কান্ত মূর্ত্তির প্রত্যেক অংশেই সে অভাগিনীর সৌন্দর্য্যের নিদর্শন। আর অন্য নিদর্শনের কথা কি বলব—আল-আঙ্গুলের সমস্ত হস্ত বালক যেন আমার অজ্ঞাতসারে আয়ত্ত

উজীর আমি তার সঙ্গে বাগ্‌বিতণ্ডায় পরাস্ত হয়েছি

উজীর। শুনে সন্তুষ্ট হলুম সম্রাট। আমি আমার পরাভবের সঙ্গী পেলুম! তবে কি অপরাধে দরিদ্র হাসান নির্ব্বাসিত হল জাঁহাপনা?

আল। প্রভুভক্তির গুণে হাসানের নির্ব্বাসন, তার স্বগৃহ-গমনে পরিণত হয়েছে। আমার বিশ্বাস রাজ্য দিতে চাইলেও আর সে বালকের সঙ্গ ত্যাগ করবে না। কিন্তু কেমন করে তাকে ফিরিয়ে পাব!

উজীর। তাকে ফিরিয়ে পেতে চান?

আল। না পেলে আমার বাসনা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। আমি বিশ্বজয় করেও এ রত্নের লোভ পরিত্যাগ করিতে পারছিনা!

উজীর। যদি পেতে চান, অদৃষ্টস্রোতে গা ভাসাতে হবে! অদৃষ্ট আপনাকে ক্ষুদ্রকুটীর থেকে টেনে এনে দুনিয়ার রাজমুকুটের উপর প্রতিষ্ঠিত আসনে স্থান দিয়েছে; অদৃষ্ট আপনাকে যে দিকে নিয়ে যাবে, সেই দিকে যেতে হবে। সাবধান, এতটুকু বল প্রয়োগ করবেন না! বিশ্বজয়ের দম্ভে আঘাত দিতে প্রকৃতি শিশুরূপে আপনার প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে এসেছেন। জয় পরাজয়ে সমান ফল, একটু বল প্রয়োগ করলেই মৃত্যু।

(মোবারকের প্রবেশ)

মোবা। জাঁহাপনার আদেশমত দরবার গৃহ সজ্জিত হয়েছে। সিস্তানী দূত আগমনের জন্ত প্রস্তুত।

উজীর। মোবারক!

মোবা। আদেশ পিতা—

উজীর। তুমি বাদসাজাদীর প্রত্যাশা পরিত্যাগ কর।

আল। সে কি! কেন—কিসের জন্ত? আমি মোবারককে রেবেকা বানো সমর্পণ করেছি।

উজীর। কি মোবারক, উত্তর দিচ্ছনা কেন ?

আল। উত্তর দেবার কোনও প্রয়োজন নেই।

উজীর। আমি জানি তুমি পিতৃভক্ত সন্তান।

আল্। তা হোক—আমি রাজা—

উজীর। আমি পিতা।

মোবা। পিতা, প্রত্যাশা পরিত্যাগ করলুম। [প্রস্থান।

উজীর। খোদা তোমাকে সুখী করুন।

আল। তা হবে না—মোবারক! আমি পুত্র পরিত্যাগ করব, তবু সঙ্কল্পচ্যুত হব না! সিন্তানীকে কন্যা দেবো না। মোবারক!

উজীর। হুঁসিয়ার সম্রাট! অদৃষ্টের উপর শক্তিপ্রয়োগ করবেন না! মৃত্যু—বিশ্বজয়ী আলমামুন! সতীর দীর্ঘশ্বাসের আবরণে মৃত্যু আপনাকে গ্রাস করতে আসছে। সাবধান!

চতুর্থ দৃশ্য।

বনলতা ও বনপুষ্প আবরণে দরবার গৃহ।

আমীর ও ওমরাওগণ।

নর্ত্তকীগণ—গীত।

কহত কহত সখী বোলত বোলত দেখি,
আমারি পিয়াঁ কোন দেশে।
ঝরিয়া ঝরিয়া লেহ, এ তনু ঝর ঝর,
শুনিতে কুশল সন্দেশে॥
আমারি আঁখি দিয়ে সে মুখ দেখেছে কে,
আমারি মন নিয়ে কে সে রাগে মজেছে,
আমারি হিয়া নিয়ে কে বল বিলিসিল,
মরম পরশ দিয়ে আঁখি জলে ভাসে॥

[গাহিতে গাহিতে প্রস্থান।

একদিক হইতে আলমামুন ও উজীর।
অপরদিক হইতে মোবারক।
আলমামুনের গদীতে উপবেশন, বাম পার্শ্বে উজীর।

মোবা। জাঁহাপনা! আদেশ হয়ত সিস্তানী দূতকে দরবারে আনয়ন করি।

আল। নিয়ে এস। (মোবারকের প্রস্থান) উজীর, সিস্তানের পত্র দূতকে কি ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে?

উজীর। না জাঁহাপনা! আপনার আদেশ না পেলে ত ফিরিয়ে দিতে পারি নি!

আল। চিঠি আপনার কাছে আছে?

উজীর। এই জাঁহাপনা।

আল। আমাকে দিন (পত্র গ্রহণ) ওমরাওগণ! আমীরগণ! আপনারা শুনুন, সিস্তানের রাণী এই পত্রে তাঁর পুত্রের জন্ম আমার দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ সুন্দরী কন্যা রেবেকাকে প্রার্থনা করেছেন। শুধু আমার কন্যা বলে প্রার্থনা করেননি—আমার কন্যা শ্রেষ্ঠ সুন্দরী বলে প্রার্থনা করেছেন। আপনারা সকলে পত্রের মর্ম শুনলেন?

সকলে। শুনলুম, জাঁহাপনা।

আল। দূতের সম্মুখে এর উত্তর দেওয়া হবে। আপনারা উত্তরের অপেক্ষা করুন।

(মোবারক, ওমার ও আসাদের প্রবেশ। ওমার ও আসাদের
আলমামুনকে অভিবাদন, সওগাত দান ও নির্দিষ্ট
আসনে উপবেশন।)

আল। দূত! আপনার পত্রের মর্ম দরবারকে শুনিয়েছি। এইবারে তার উত্তর শোনাব।

আল। আমি জঙলি রমণীর পুত্রকে কন্যা দিতে ইচ্ছা করি না। দেওয়া ঘৃণা মনে করি।

ওমীর। রাণীকে চিঠি দিন।

আল। চিঠি এখানে দেব না—সেই বন্য রমণীর বেয়াদবির জন্য চিঠির উত্তর একেবারে সিস্তানের অধিত্যকায় প্রদান করব। উজীর! দূতকে আর এই বান্দা বালককে যথাযোগ্য খেলাত দেওয়াবার ব্যবস্থা করুন।

উজীর। যো হুকুম।

আল। বান্দা! তুমি নীল পাহাড়ের উপর উঠেছিলে?

আসাদ। উঠেছিলুম জাঁহাপনা!

আল। আপনি সক্ করে উঠেছিলে, না কারও আদেশে উঠেছিলে?

আসাদ। বান্দার আবার সক্ কি জাঁহাপনা?

আল। বেশ, তাহ'লে শুনুন দূত, আপনাদের রাণীকে এই বান্দা বালকের বেয়াদবির জবাবদিহি করতে হবে।

ওমার। বহুৎ আচ্ছা হজরৎ আলি।

আল। আপনার কিছু বলবার আছে?

ওমার। আলবৎ আছে।

আল। বলবার থাকে নিঃসঙ্কোচে বলুন।

ওমার। অসভ্য রমণী সভ্য সম্রাটের কথায় বিশ্বাস করেন না। বারবার আপনি সিস্তান জয়ে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছিলেন। সুতরাং আপনার ত্রয়োদশবারের প্রতিজ্ঞার মূল্য রাণীর অবিদিত নাই। রাণী জানেন, আপনি কন্যা দিতে অস্বীকার করবেন। সুতরাং আগে থাকতে কন্যাপ্রাপ্তির ব্যবস্থা না ক'রে তিনি দূত পাঠাননি। তবে তার পূর্ব্বে তিনি জানতে চান আপনার কন্যা গ্রহণযোগ্য কিনা; আপনার কথামত তিনি শ্রেষ্ঠ সুন্দরী কি না।

আল। কি ক'রে জানাব?

ওমার। আমি আপনার কন্যাকে দেখতে চাই।

আল। তুমি ক্ষুদ্র দূত, তোমাকে আমি কন্যা দেখাব কি! তোমার দৃষ্টির মূল্য কি!

ওমার। তবে শোন সম্রাট, আমিই সিস্তানরাজ—ওমার।

আল। শুধু বেশ পরিবর্ত্তনেই আমি তোমাকে সিস্তানপতি বলে স্বীকার করতে পারি না। নিদর্শন কই?

ওমার। আমার নিদর্শন আমার কথা। এখনি সম্রাট আমার অস্তিত্বের নিদর্শন দেখাচ্ছি। কাল দূতের পোষাক তোমার অপমানে আমাকে প্রতিশোধ নিতে বাধা দিয়েছিল। প্রস্তুত হও আলমামুন, তোমার বারবার সিস্তান আক্রমণের প্রত্যুত্তর আজ আমি দিতে এসেছি।

আল। কমবখ্‌তকে এখনি গ্রেপ্তার কর। (ওমরাওগণের ওমারকে আক্রমণের চেষ্টা)

উজীর। দোহাই সম্রাট, রাজমর্য্যাদা লঙ্ঘন করবেন না।

আল। কিছু না—গ্রেপ্তার কর।

ওমার। তৎপূর্ব্বে সম্রাট, তুমি ঈশ্বর-স্মরণ কর। দুনিয়ার তেজ্বার পালের সঙ্গে লড়াই করে আপনাকে অজেয় মনে ক'র না। সিস্তানীর বাহুবল কখন দেখনি—সিস্তানের বালক রমণী বৃদ্ধ যে কেউ যদি ইচ্ছা করে, এক লহমায় তোমার হাবসী পলটনকে জাহান্নমে পাঠাতে পারে। আমার রাজার-গায়ে কেউ হাত দেবার আগে তোমাকে দুনিয়া ছাড়তে হবে।

আল। কমবখ্‌ত! আমিও ও অস্ত্রের খেলা জানি!

ওমার। জান!

আল। আলবৎ জানি—(খঞ্জর বাহির করণ)

ওমার। তাহ'লে বিশ্ববিজয়ী সম্রাট আলমামুন—তুমি সিত্তানী।

উজীর। জাঁহাপনা! মর্য্যাদা!

মোবা। যার হন সম্রাট, আপনার বিধি আপনি লঙ্ঘন করবেন না—দূত অবধ্য।

আল। আসুন সিস্তানরাজ, আপনাকে কক্ষ প্রদর্শন করি।

পঞ্চম দৃশ্য।

রেবেকা।

সখীগণের গীত।

মরমে মরম ব্যাথা মনের কথা চেলে দিব মনে।
তোমায় আমায় বাঁধন দেবো সঙ্গোপনে
দুজনের কেউ যেন না জানে।
তোমার ঘরে থাক্‌বে তুমি আমি আমার ঘরে
কেউ জানবে নাকো শুনবে নাকো (যেমন) লুকিয়ে থাকে চোরে
যেমন হারিয়ে যাবে প্রাণ
দুজনে দুদিক থেকে তুলবো দুখের গান।
ছাড়িয়ে নিয়ে কড়া কাড়ি আদান প্রদান,
আমি রাখবো যতনে, তুমি রাখবে যতনে,
আমি তোমার প্রাণে তুমি আমার প্রাণে।

(প্রস্থান)

রেবেকা। কই আরত দেখতে পেলুম না! নীলাচল শিখরে, কাঞ্চন-কমল-কুসুম-রঞ্জিত নীল আকাশ সরোবরে সেই যে একটী কাঞ্চন কমল একবার আমার চোখের উপর প্রস্ফুটিত হয়েছিল, সেটিকেত আর দেখতে পেলুম না! দেখবার আশায় অহর্নিশ চেয়ে

আছি—কোথায় আছ, আর একটীবার শৈলশিখরে উঠে রূপপরিমলে আমার পিপাসু লোচনকে তৃপ্ত কর।

(মোবারকের প্রবেশ)

মোবা। বাদসাজাদী!

রেবেকা। কেও, মোবারক! তুমি এমন সময় এখানে কেন?

মোবা। প্রবেশ ক'রে কি অপরাধ করলুম সাজাদী?

রেবেকা। আমাকে না জানিয়ে সহসা এখানে প্রবেশ করা উজীর পুত্রের যোগ্য কার্য্য হয়নি।

মোবা। আজ আমি তোমায় দেখতে আসিনি--তোমায় বলতে এসেছিলুম—বাদসার আদেশে—কিন্তু সাজাদী, বলতে এসে খোদার দয়ায় দেখতে পেলুম। দেখে সন্তুষ্ট হলুম—ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিলুম।

রেবেকা। কি দেখলে?

মোবা। তুমি কি দেখলে সাজাদী? নীলপাহাড়ের দিকে সতৃষ্ণ নয়নে এই যে এতক্ষণ চেয়েছিলে, তুমি কি কিছু দেখতে পেলে?

রেবেকা। মোবারক! দেখার জন্য বাদসাজাদীকে কি কারও কাছে কৈফিয়ত দিতে হবে?

মোবা। অন্ততঃ আমার কাছে তোমার [illegible] কর্ত্তব্য ছিল। কিন্তু তার আর তোমাকে দিতে হবে না। বাদসাজাদী! আমি তোমাকে পাবার প্রত্যাশা পরিত্যাগ করেছি। পাছে একথা শুনলে তোমার মর্ম্মবেদনা হয়, তাই আমি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতে [illegible]। [illegible] আমার প্রার্থনা শুনেছেন। দেখে [illegible] রেবেকা, তুমি [illegible] হয়েছে।

রেবেকা। আমার [illegible] তোমার [illegible] কারণ [illegible]।

মোবা। বাদসাজাদী! রমণীসুলভ প্রতারণায় আমাকে মুগ্ধ করতে এস না। আমি তোমাকে মিথ্যা বলিনি—আমি তোমার প্রত্যাশা ত্যাগ করেছি। এখন তুমি স্বচ্ছন্দে তোমার প্রিয়বস্তুকে আত্মসমর্পণ করতে পার।

রেবেকা। আর তুমি কোন্ নূতন প্রিয়বস্তুর লোভে আমার আশা ত্যাগ করলে মোবারক?

মোবা। রেবেকা, আমার এ প্রেম প্রতিগ্রাহী নয়। আমি রাজ্যলোভে তোমাকে ভাল বাসিনি। খোদার দোহাই, তুমি সুখী হও। তুমি সুখী হ'লেই আমি সুখী। আর আমি অধিকক্ষণ থাকবো না—বাদসার হুকুম তোমায় শোনাতে এসেছি। সিতান রাজপুত্র তোমাকে দেখতে আসছেন, তুমি তাঁকে অভ্যর্থনা করবার জন্য প্রস্তুত থাক।

[মোবারকের প্রস্থান।

রেবেকা। মোবারক—মোবারক—দোহাই মোবারক, আমাকে অবিশ্বাসিনী জ্ঞান ক'র না! তাইত, কি করি!—সে আসছে!—যাকে আর একটীবার দেখবার জন্য আমি ব্যাকুল হয়েছি, সে আমাকে দেখা দিতে আসছে! কিন্তু মোবারক! দোহাই মোবারক—দেখা—শুধু দেখা—একবার সেই নীল নলিনাভ নয়ন—দেখা। না, তাইকি—শুধু দেখার জন্যই কি। তারে দেখলে কি আমার সকল তৃষ্ণার নিবারণ হবে! সে নয়নের বঙ্কিম সাগ্রহদৃষ্টি শুধু কি রেবেকার চোখে প্রতিফলিত হয়েই মিলিয়ে যাবে! সেকি কিছু ছোঁবে না—কিছু দেবে না? মোবারক! মোবারক! কেন তুমি আমার আশা পরিত্যাগ করলে! তুমি কি বুঝেছ, আমি তোমার [illegible] কেমন করে বুঝবে! নাই মোবারক, আমিত তোমায় কিছু বলিনি! [illegible] আমি—নাই আমি—আমার অস্তিত্বের মূল্য গেছে! [illegible]

দূরদেশে চলে গেছে। তোমরা বলছ সে আসছে—কিন্তু কই—কই - কোথায় সে—কোথায় সে!

[প্রস্থান।

(বান্দা ও বাঁদীর প্রবেশ)

আসন রক্ষা করিতে করিতে গীত।

বান্দা। বিরহীনী চলে গুটী গুটী।
বাঁদী। বিরহি তার আশে, নয়ন জলে ভাসে, পায়ে পায়ে ভিজে মাটী;
উভয়ে। বলে কোথা সে কোথা সে কোন দূর দেশে।
কেন সে গেল সে কি আশে, বসে বসে ভেবে ভেবে দেহ হল মাটী।
বাঁদী। তুই নিয়ে আয় তুই নিয়ে আয়,
বান্দা। যেতে হয় তুই যা আমায় কি দায়,
বাঁদী। আমি অবলা জাতে,
বান্দা। পড়ু আমি চৌরঙ্গী যাতে, আর কাঁধে ভরদিয়ে করে নি লাঠি।
উভয়ে। পরস্পরে দিয়ে ভর গুটী গুটী হাঁটি।

(প্রস্থান)

(আলমামুন ও ওমার)

আল। এইখানে ক্ষণেকের জন্য বিশ্রাম করি রাজকুমার।

ওমার। তাইত কি দেখব জানি না! শুনেছি দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ সুন্দরী। কেমন ক'রে তুষব প্রসিদ্ধ কান্তিময়ী ললনাকে কথার আঘাতে ব্যথিত করব! তথাপি আমাকে বলতে হবে। মা! তুমি জান জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সুন্দরী কে—কিন্তু দুনিয়া জানে রেবেকা। তোমার কথায় প্রত্যয় করে আমাকে দুনিয়ার বিশ্বাসের সঙ্গে লড়াই করতে হবে। তোমার কৃপা ভিন্ন তোমার মর্য্যাদা রক্ষা করতে পারব না। সুলতেই খাজসা সে সুন্দরীকে দেখতে চাইবে—কিন্তু আমিত জানি না—তুমি জান, আমিত জানি না।

সহসা পশ্চাতে রেবেকার আবির্ভাব।

রেবেকা। সিস্তানরাজ!

ওমার। (দাঁড়াইয়া মুখ ফিরাইলেন)

রেবেকা। (স্বগতঃ) একে! এত নয়! এত সে নয়!

ওমার। রেবেকা—রেবেকা—রেবেকা!

(মোবারকের প্রবেশ)

মোবা। সিস্তানরাজ! (স্বগতঃ) হা খোদা! আমাকেই এই উন্মত্ততার সাক্ষী করে পাঠালে!

ওমার। রে-বে-কা!

মোবা। সিস্তানরাজ! অসহ্য—অসহ্য—না না অসহ্য কেন—পিতার আদেশ, রেবেকার সুখ—কেন অসহ্য! আমি দেখবনা ত দেখবে কে? ধর হৃদয়, ধৈর্য্য ধর। সিস্তান রাজ। সম্রাট—স্নানাগারে—

ওমার। আহা! স্নান—স্নান—তা—তা—

মোবা। স্নানাগারে—

ওমার। হ্যাঁ—হ্যাঁ—তা স্নান কর।

মোবা। সম্রাট স্নানাগারে আপনার অপেক্ষা করছেন।

ওমার। কি—কে—কে তুমি—কি চাও?

মোবা। আমি কিছু চাই না—সম্রাট আপনাকে দেখতে চাইছেন।

ওমার। হাঁ হাঁ—সেলাম—চলুন—

(উজীর ও জাফরায়ুনের প্রবেশ)

জাফ। আর যেতে হবে না। মোবারক! তুমি শাহজাদীর হাত ধরে নিয়ে যাও।

মোবা। দোহাই জাঁহাপনা, ওই আদেশ করবেন না—আমি

অতিথিকে হত্যা করতে পারব না। অতিথি আপনার কন্যার রূপ দর্শনে জ্ঞানশূন্য।

[মোবারকের প্রস্থান।

উজীর। আর মোবারককে কেন জাঁহাপনা!

আল। বেশ ভাই, তুমিই রেবেকাকে চলে যেতে সাহায্য কর।

উজীর। আসুন সাজাদী—

[উজীর ও রেবেকার প্রস্থান।

ওমার। (স্বগতঃ) তাইত মা, কি বলব—এই ঘনকম্পিত হৃদয়ে, এই উছলিত রূপরাশিতে নিমগ্ন হয়ে—কেমন করে বলব!

আল। কি সিস্তানরাজ!

ওমার। দোহাই মা, কোপদৃষ্টিতে চেয়োনা! বলব – অবশ্য বলব। কি বলছেন সম্রাট?

আল। আমার কন্যাকে কেমন দেখলেন?

ওমার। আপনার কন্যা—আপনার কন্যা—সম্রাট! আমাকে আর জিজ্ঞাসা করবেন না।

আল। অবশ্য করব।

ওমার। আপনি যে কোন ভাগ্যবানকে এই কন্যা প্রদান করুন। আমি—আমি—প্রার্থনা প্রত্যাহার করছি।

আল। কেমন দেখলেন?

ওমার। পরমা সুন্দরী।

আল। দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ সুন্দরী কি না?

ওমার। (কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া) না।

আল। না?

ওমার। না।

আল। আপনি এর চেয়ে শ্রেষ্ঠ কন্যা দেখেছেন?

ওমার। না।

আল। তবে কেমন ক'রে এ মিথ্যা কথা কইলেন?

ওমার। মায়ের আদেশে করেছি—

আল। আপনি কি মায়ের চক্ষু দিয়েই দুনিয়া দেখেন?

ওমার। এতকাল দেখে এসেছি, কিন্তু সম্রাট আজ দেখিনি—আপনার কন্যাকে দেখে আমি আত্মহারা হয়েছি—আমার মনে হয়, আপনার কন্যা বিধাতার চরম কল্পনা। প্রকৃতি রেবেকা সুন্দরীর অঙ্গসৌষ্ঠব পূর্ণ করতে তার ভাণ্ডারে যেখানে যা অলঙ্কার ছিল, সব দিয়েছে—দিয়ে নিঃস্ব হয়েছে। তথাপি বলব—না—আপনার কন্যা শ্রেষ্ঠ সুন্দরী নয়। মা বলেছেন, আমি এক কন্যা দেখেছি, তা'হতে শ্রেষ্ঠ সুন্দরী এ দুনিয়ায় থাকতে পারে না। রমণীরূপের সাক্ষী রমণী—পুরুষ নয়।"

আল। আমায় দেখাতে পারেন?

ওমার। আমিত জানি না, আমি কেমন ক'রে দেখাব!

আল। তবু মায়ের কথায় এত বিশ্বাস?

ওমার। এত বিশ্বাস!

আল। যদি দেখতে চাই?

ওমার। মায়ের আদেশ দুনিয়া ঢুঁড়তে হবে।

আল। তাতে যদি না পান?

ওমার। মা ধর্ম্মতঃ দেখাতে বাধ্য।

আল। পিতামরাজ, তোমার মহত্ত্বের কাছে আমি মস্তক অবনত করি—আমি দেখব।

ওমার। এক বৎসর সময় দিন।

আল। যদি কথা মিথ্যা হয়?

ওমার। আমি আপনার গোলাম হব। যদি সত্য হয়?

আল। আমি, আমার কন্যা, আমার সাম্রাজ্য—সব তোমার।

ওমার। তাহ'লে বিদায় দিন।

আল। (বংশীধ্বনি) (প্রহরীর প্রবেশ) সিস্তান রাজকে গুপ্তপথ দিয়ে তাঁর আবাসস্থানে রেখে এস।

(ওমার ও প্রহরীর প্রস্থান)

আল। উজীর!

(উজীরের প্রবেশ)

উজীর। জাঁহাপনা! সর্ব্বনাশ হয়েছে—আপনার অভাগিনী কন্যা আপনার পুত্রকে দেখে মুগ্ধ হয়েছে।

আল। আবদ্ধ কর—অভাগিনীকে এখনি আবদ্ধ কর।

উজীর। কোথায় আবদ্ধ করব?

আল। গুলমার্গ দুর্গে—দিবারাত্রি দশহাজার সৈন্যকে প্রহরায় নিযুক্ত রাখ। হুঁসিয়ার! যেন পিপীলিকা পর্য্যন্ত সে দুর্গে প্রবেশ করতে না পারে। বিলম্ব কর না—আবদ্ধ কর—আবদ্ধ কর। পৃথিবী-জয়ী দাম্ভিক আলমামুন এরূপ বিপদে কখন পড়েনি—আবদ্ধ কর, আবদ্ধ কর।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

লালমহল্লা।

হাসান।

হাসান। তাইত! একি! এ আমি বালকরূপী কোন মহাশক্তিমানের ভৃত্যত্ব ক'র্‌তে এসেছি! বালকের শক্তিকথা একদিনে সহরময় রাষ্ট্র হয়ে গেছে। আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা বলাবলি ক'র্‌ছে, সিস্তানরাজের সঙ্গে এক বান্দা বালক এসেছে, তার কাছে হাসান হেরেছে, উজীর হেরেছে, বাদসা হেরেছে। তাইত তুমি বালকবেশে কোন রাজার রাজা?

(আসাদের প্রবেশ)

আসাদ। হাসান!

হাসান। কি হুজুর!

আসাদ। আবার?

হাসান। না, তুমি হুজুর। আর বারণ ক'র্‌লে আমি শুন্‌বে না। কিন্তু হুজুর, বৃদ্ধ হ'য়েছি—বান্দা আমি—কোন দিন আছি না আছি তার ঠিক নেই—আমি জান্‌তে চাই, আমার প্রভু কে?

আসাদ। একান্ত জান্‌তে চাও?

হাসান। না জান্‌তে পার্‌লে, ম'লেও সুখী হ'ব না।

আসাদ। বেশ, ব'ল্‌ব। আমার বল্‌বার সময় এসেছে। আর যদি ব'ল্‌তে হয়, তোমার মতন অকৃত্রিম বন্ধু ছাড়া আর কা'কে ব'ল্‌ব; কিন্তু তৎপূর্ব্বে ভাই আমার একটী কার্য্য ক'র্‌তে পার?

হাসান। কি কাজ, বল।

আসাদ। তুমি শাজাদীকে দেখেছ?

হাসান। তোমার মতন সঙ্গে সঙ্গে ঘুরেছি।—শৈশবে পিঠে ক'রে মানুষ ক'রেছি।

আসাদ। আমাকে দেখাতে পার?

হাসান। সেকি—কা'কে দেখাব। কেমন ক'রে দেখাব!

আসাদ। পার না?

হাসান। তুমি দেখতে চাইলে! বেশ, একবার আমি ঘুরে আসি। এসে পারি কি না পারি ব'লব।

আসাদ। বেশ, তুমিও ঘুরে এস, আমিও ততক্ষণ একটা কন্দী ঠাওরাই—ঠাওরে আমিও পারি কি না পারি তোমাকে ব'লব।

[হাসানের প্রস্থান।

(ওমারের প্রবেশ)

ওমার। আসাদ!

আসাদ। এই যে প্রভু, এসেছেন?

ওমার। এসেছি, কিন্তু মুহূর্তের জন্য। আমি তোমাদের রেখে এখনি এ শহর পরিত্যাগ ক'র্ব।

আসাদ। আপনার মুখ এত মলিন হ'ল কেন প্রভু!

ওমার। মলিনতা, তোমার চোখের ভ্রম।

আসাদ। না প্রভু, বড় মলিন! গরীব বান্দার গরীব চোখ তুচ্ছ এত মিথ্যা ক'র্বে না! আপনি দেখেছেন?

ওমার। দেখেছি।

আসাদ। দেখেছেন!

ওমার। দেখেছি।

আসাদ। কি ব'[illegible]

ওমার। ব'ললুম, "বাদশা, আপনার এ কন্যা দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ সুন্দরী নয়।"

আসাদ। কি দেখ্‌লেন?

ওমার। কি দেখ্‌লুম—কি দেখ্‌লুম—আসাদ, এ জীবনে কখন সুন্দরী ললনা দেখা আমার ভাগ্যে ঘটেনি। কিন্তু প্রথমেই আমি যে মূর্ত্তি দেখেছি, তা হ'তে সুন্দরী দুনিয়ায় আর কোথায় কেমন ক'রে থাকতে পারে আমি জানি না।

আসাদ। আপনি ঠিক দেখেছেন—আপনার দৃষ্টির প্রশংসা করি। আমিও দেখেছি।

ওমার। তুমিও দেখেছ!

আসাদ। দেখেছি—এ সহরে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে দেখেছি—নীলাচলে উঠে নগর দেখ্‌তে বাদশাজাদী আমার চক্ষে পড়েছে।

ওমার। কি রকম দেখেছ আসাদ?

আসাদ। এ হ'তে সুন্দরী দুনিয়ায় আর কোথায় কেমন ক'রে থাকতে পারে আমিও ব'লতে পারি না। তবে আছে।

ওমার। আছে আসাদ? কোথায় আছে আসাদ?

আসাদ। আপনি কি আপনার জননীর কথায় বিশ্বাস করেন না? তিনি ব'লেছেন, আছে; সুতরাং নিশ্চয়ই আছে। আমি একদিন দেখিনি—দেখ্‌তে সাহস করিনি—আজ দেখ্‌বো।

ওমার। আজ দেখ্‌বে!—সে কি এত নিকটে আছে?

আসাদ। (স্বগত) তাইত! মনের আবেগে একি ব'লে ফেল্লুম!

ওমার। কোথায় আছে আসাদ, আমি যে তার অন্বেষণে দুনিয়া ঘুরতে চলেছি।

আসাদ। তবে ঘুরেই দেখুন।

ওমার। যদি জান, নিকটে আছে, তাহ'লে মিছামিছি আমাকে ঘুরিয়া বেড়াবে কেন?

আসাদ। আমার ইচ্ছা—অবাক হ'য়ে দেখ্‌ছেন কি!—আমি যদি দেখি, তাহ'লেই বা আপনাকে ব'লব কেন! যদি আমি তাকে দেখে ভালবাসি, তাহ'লে কি প্রভুর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ক'র্‌ব?

ওমার। (হাস্য) তুমি ভালবাসবে?

আসাদ। কেন, আমার কি ভালবাসতে নিষেধ আছে হুজুরালি?

ওমার। তুমি যা'কে ভালবাসবে, সে পৃথিবীতে আমার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভালবাসার সামগ্রী।

আসাদ। যদি রেবেকাকে ভালবাসি?

ওমার। তাল্ কি বেসেছ আসাদ? তোমার কথার ভাবে বোধ হচ্ছে, বাদসাজাদী তোমার চিত্ত আকর্ষণ ক'রেছে।

আসাদ। মনে করুন ক'রেছে, তাহ'লে আপনি কি ক'র্‌বেন?

ওমার। আমি—আমি—বারংবার কেন এ প্রশ্ন ক'র্‌ছ আসাদ?

আসাদ। আপনার কথার ভাবে আমারও বোধ হচ্ছে—রেবেকা আপনারও চিত্ত আকর্ষণ ক'রেছে।

ওমার। যদিই আকৃষ্ট হয়, তাতে আমার চিত্তের অপরাধ নেই। কিন্তু আসাদ আমি ত তাকে পাব না।

আসাদ। কেন প্রভু?

ওমার। আমি যারের আত্মসমর্পণ ক'র্‌তে তার পিতার মর্ম্মে আঘাত দিয়েছি। আমি ত পাব না?

আসাদ। কেন পাবেন না—আমি যদি পাইয়ে দি।

ওমার। যদি তুমি আমাকে দুনিয়ার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সুন্দরী দেখাতে পার, তাহ'লে পেতে পারি, নচেৎ নয়।

আসাদ। তাহ'লে সরীফ "সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সুন্দরীর" কি হবে

ওমার। তার কি হবে জানি না—কিন্তু যদি দেখাতে পার, তাহ'লে আলমামুনের সাম্রাজ্যের সঙ্গে রেবেকাকে তোমায় ক'রে দিই—না পার্‌লে আসাদ, আমাকে সম্রাটের গোলামী গ্রহণ ক'র্‌তে হবে।

আসাদ। এই কি প্রতিজ্ঞা?

ওমার। এই প্রতিজ্ঞা।

আসাদ। এখন কি ক'র্‌বেন?

ওমার। কি ক'র্‌ব বল।

আসাদ। সিস্তানে ফিরে যান। আর মুহূর্ত্তমাত্র এখানে থাক্‌বেন না।

ওমার। আর তুমি?

আসাদ। আমি সে সুন্দরীকে দেখ্‌তে চল্‌লুম।

[প্রস্থান।

ওমার। তাইত! একি! বালক বলে কি!—এত নিকটে!—আসাদ—আসাদ!—তাইত কি দেখ্‌লুম—বালকের চোখের এত মধুরতা! হৃদয় বিকম্পী কটাক্ষের এত মাদকতা! আর কখনও ত অনুভব করিনি।

[ওমারের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

কক্ষ।

আসাদ।

আসাদ। দরিদ্রার কন্যা—সাহস করে তোমার মুখের পানে চাইতে পারিনি—সাহস করে তোমাকে ভালবাসতে পারিনি। কি জানি—ভিখারিণীর মূল্যহীন ভালবাসায় পাছে তোমার গর্ব্বের লাঘব হয়। আর ভয় ক'রব না—তোমাকে ধর্‌তে হাত বাড়াব—ওদিকে বিজয় প্রতিদ্বন্দ্বী বাদসাজাদী তোমাকে ধর্‌তে হাত বাড়িয়েছে। তা হ'ক—আমি মাতৃহীন, পিতৃহীন, সহায়হীন, সম্পত্তিহীন, স্থানহীন—এতকাল স্বরূপ গোপন ক'রে, দুনিয়াকে, এমন কি নিজেকেও প্রতারিত ক'রে আসছি—তা হ'ক—এমন দিন নেহি রহেগা। আমার ভালবাসা তোমার। আমার প্রণয়িনীর যৌতুক তুমি। কি খবর হাসান?

(হাসানের প্রবেশ)

হাসান। খবর ভাল নয়। বাদসাজাদীকে বন্দিনী ক'রে সম্রাট গোয়ালিয়র দুর্গে পাঠিয়ে দিয়েছেন।

আসাদ। কেন বল দেখি?

হাসান। কেন, কেউ ব'লতে পারছে না। তবে দশ হাজার সৈন্য দিবারাত্রি কেল্লা পাহারা দিতে নিযুক্ত হ'য়েছে। এই রাত্রেই বাদসাজাদী রওনা হচ্ছেন। সঙ্গে দশ হাজার সৈন্য।

আসাদ। কেউ ব'লতে পারছে না ব'লে কি, তুমিও কারণ ব'লতে পারবে না?

হাসান। আমি নির্ণয় ক'রেছি। কারণ তুমি। তুমি শীঘ্র

পাহাড়ের উপর যে সময় উঠেছিলে, সেই সময় দুর্ভাগ্য ক্রমে শাহাজাদী তোমাকে দেখে ফেলেছে, দেখে উন্মত্ত হ'য়েছে।

আসাদ। দুর্ভাগ্য কেন হাসান?

হাসান। বাদশা জানেন, তুমি বান্দা।—সুতরাং দুর্ভাগ্য ভিন্ন আর কি ব'লব। পাছে কোনও উপায়ে তোমাদের মিলন হয়, তাই বাদশা তাকে এমন জায়গায় বন্দী ক'রে রাখ্ছেন যে, দুনিয়ার কোন শক্তিশালী বীর তোমাদের দু'জনের মিলন সংঘটন ক'র্‌তে পার্‌বে না।

আসাদ। অথচ মিলন চাই।

হাসান। কে মেলাবে হুজুর।

আসাদ। গুলমার্গ কেল্লা কোথায়?

হাসান। এখান থেকে শত ক্রোশ দূরে। এক গভীর বিশাল হ্রদমধ্যস্থ পর্ব্বতের উপরে।

আসাদ। তুমি সে দুর্গ দেখেছ?

হাসান। আমিই সেই দুর্গ জয় করেছিলুম। সে অজেয় দুর্গ জয়ের যশ আমারই একায়ত্ত। যে পর্ব্বতের উপর সেই দুর্গ, সেই পর্ব্বত জল থেকে একেবারে পাঁচশো হাত সোজা হ'য়ে উঠে আকাশে যেন মিশিয়ে গেছে। বহু চেষ্টায় বহু দিনের অবরোধেও বাদশা সে কেল্লা জয় করতে পারেনি। আমি জয় করেছি। ঘোর অন্ধকারের মধ্যে সাঁতার দিয়ে সেই প্রাচীর মূলে উপস্থিত হই। তারপর শুধু এই হস্তপদের সাহায্যে সেই পর্ব্বত-গাত্রে আরোহণ করি। কেউ স্বপ্নেও ভাবতো না যে, মানুষ সে পাহাড় বেয়ে উঠতে পারে। সুতরাং সেদিকে প্রহরী ছিল না—আমি দুর্গে প্রবেশ করে নিদ্রিত প্রহরীর পার্শ্ব দিয়ে গিয়ে দুর্গের দ্বার খুলে দিই।

আসাদ। বা! বা! বাহাদুর! তাই একথা উঠেছে বটে।

হাসান। তখন আমি যুবক, এখন আমি বৃদ্ধ।

আসাদ। বেশ, উঠতে না পার, ওঠা দেখতে পারবে না!

হাসান। তুমি কি বল?

আসাদ। তুমিই বৃদ্ধ, আমিত বৃদ্ধ নই হাসান।

হাসান। স্বপ্নেও ওঠার কথা মন থেকে দূর কর। দোহাই বালক, মৃত্যু—ভীষণ মৃত্যু আলিঙ্গন করতে যেয়োনা।

আসাদ। তবে তুমি থাক, আমি সাজাদীকে দেখবো—সুতরাং উঠবো।

হাসান। বেশ, চল, পর্ব্বতের তলদেশে তোমাকে উপস্থিত করিয়ে দিই। কিন্তু দোহাই বালক—চলবার আগে আর একবার মতিস্থির কর।

(আইরিসের প্রবেশ)

আই। তবে কি তুই বলতে চাস বান্দা, আমার এ সন্তান এতই হীন যে তাকে ভালবাসার অপরাধে বাদশাজাদী আজীবন বন্দিনী হয়ে থাকবে?

আসাদ। মা, মা—এসেছ!

আই। আসব কি—আসাদ—আছি—তোমাদের এখানে রেখে আমি কি অন্যত্র গিয়ে নিশ্চিন্ত থাকতে পারি! আমার পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞা স্মরণ কর—আমি আলমামুনের কন্যাকে পুত্রবধূ করব বলে পুত্রকে এখানে পাঠিয়েছি—তুমি কি মনে করেছ অপারগ হলে আমি পিতানে আর ফিরে যাব! ভয় নেই আমি পরাস্ত হতে এ কার্য্যে অভিযান করিনি—তবে আমি তোমাদের শক্তি দর্শনের অপেক্ষা করছি। তোমরা না পারলে আমি। এখন আমার সঙ্গে এস, দুনিয়ার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সুন্দরী তোমাকে একবার দেখিয়ে দিই।

হাসান। এ বান্দা [illegible]

আই। এ বান্দা [illegible]

আলাদ। আহার।

আই। শক্তি কি ?

হাসান। আপনার কাছে শক্তির অহঙ্কার কি করব মা ? আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে, দুনিয়ার সমস্ত শক্তি আপনা হ'তে উদ্ভূত হয়েছে।

আই। যা আদেশ করব, করতে পারবে ?

হাসান। আপনি আদেশ করতে পারলেই পারব।

আই। অবশ্য মনুষ্যে যা না পারে, এমন আদেশ তোমাকে করব কেন ? কিন্তু যখন আদেশ করব, তখন অপারগ হ'লে তোমার মৃত্যু না হওয়া পর্য্যন্ত তুমি অপরাধী। পার, আমার সঙ্গে এস—না পার, বৃদ্ধ, এই স্থান থেকেই বিদায় গ্রহণ কর।

হাসান। না মা, থাকবো।

আই। বেশ,—তাহ'লে তুমিও প্রভুর সঙ্গে দুনিয়ার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সুন্দরী দেখবার অধিকারী। স্বর্গের তোরণ মুক্ত হও—দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ সৌন্দর্য্য তড়িল্লতাবলম্বনে একবার চিরতৃষিতের দৃষ্টিপথে অবতীর্ণ হও।

(পট পরিবর্ত্তন)

(কমলকুঞ্জস্থা প্রতিবিম্বিতা সুন্দরীর আবির্ভাব)

হাসান। ইয়া আল্লা, একি !

আলাদ। মা—মা—

আই। দুনিয়ার স্বর্গের স্বপন ভাঙিয়ে, দুনিয়ার মর্ম্মবেদনাময় জাগরণে আর তাকে টেনে এন না।

হাসান। একি দেখলুম মা ! দেখে বৃদ্ধের এই সৌন্দর্য্যের দেহের সমস্ত স্নায়ু স্পন্দিত হয়ে উঠেছে। একি দেখালে, মা ?

আই। এখন আর আমাকে জিজ্ঞাসা করো না। বৃদ্ধ ! যদি এই

একদিনওত বুঝতে পারিনি—একদিনওত তোমায় দেখতে পাইনি। সরল দর্শন কোমল কটাক্ষের অলঙ্কারে শোভিত করে তুমি একদিনওত আমার পানে চাওনি—একদিনওত কোমল দীর্ঘশ্বাসে আমার মর্ম্মস্পর্শ করনি—আসাদ—আসাদ! আর একবার আমার পানে চাও। অপাঙ্গ প্রেরিত জ্যোতি-ধারায় সিক্ত করে এ অযোগ্য দৃষ্টিহীনের চক্ষে দৃষ্টি-শক্তি প্রদান কর।

(মোবারকের প্রবেশ)

মোবা। কে তুমি ?

ওমার। তুমি কে ?

মোবা। এই যে অসভ্য বন্য সরদার, আমি তোমাকেই খুঁজ-ছিলুম।

ওমার। (অস্ত্র বহিষ্করণ) খুঁজতে হবে কেন, আমিত এখানে তোমাদের বুকের ওপরে পা দিয়ে বিচরণ করছি।

(উজীরের প্রবেশ)

উজীর। কি কর, কি কর মূর্খ পুত্র। কার সঙ্গে শত্রুতা করতে এসেছ! (অস্ত্র বহিষ্করণ)

মোবা। কেন, আততায়ীর সঙ্গে। আপনার আদেশে এই বর্ব্বরের জন্য আমি শাজাদীর আশা পরিত্যাগ করেছিলুম। কিন্তু নগরবাসী বুঝেছে, এই রাজকুমারের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পরাস্ত হব বলে, তবে আমি শাজাদীর লোভ ত্যাগ করেছি! আপনার পুত্র হয়ে আমি আজীবন সে অপবাদ বহন করব, আর এ ব্যক্তি তরবারে শাজাদীকে যেচে, প্রতারণা করে পালিয়ে যাবে!

ওমার। বর্ব্বর হলেও, আমি আপনাকে এ অপবাদ বহন করতে দেখতে পারি না।

উজীর। আমিও বহন করতে বলতুম না। যদি জানতুম, তোমাদের একজনের মৃত্যুতে সে অপবাদ দূর হয়ে যেত!

মোবা। কেন দূর হবে না?

উজীর। সাজাদী তোমাদের উভয়কেই প্রত্যাখ্যান করেছে। রাজকুমারীর প্রণয়পাত্র তোমাদের উভয়ের মধ্যে কেউ নয়।

মোবা। আমি জানতুম—আমি।

ওমার। আমিও জানতুম—আমি।

উজীর। কিন্তু আমি জানি, আর একজন। সে ব্যক্তি এত শক্তিশালী যে, তার ভয়ে বাদশা কন্যাকে রাজধানীতে রাখতে সাহস করছেন না। বিপুল সৈন্য সঙ্গে দিয়ে তাকে গুলমার্গ দুর্গে প্রেরণ করছেন। মোবারক! এই রাজার সম্মুখে আমি মুক্তকণ্ঠে বলছি, যে তোমার মত পুত্রলাভে আমি গৌরবান্বিত। তোমার বীরত্ব, তোমার মহত্ব আমার অবিদিত নেই—বাদসারও তা অবিদিত নেই। তাই বাদসা তোমাকে কন্যাদানের জন্য অভিলাষ করেছিলেন। কিন্তু তুমি যে আমার আদেশে দুনিয়ার এ শ্রেষ্ঠলাভ পরিত্যাগ করবে—নিজের মর্ম ছিঁড়ে প্রণয় বিসর্জন দেবে তা বুঝতে পারিনি—সম্রাটও পারেন নি। তিনি তোমার আচরণে বিস্মিত—তোমাকে কন্যাদানের জন্য এখনও লালায়িত। কিন্তু অভাগিনী অন্যের প্রেমাসক্ত হয়ে পিতৃ আদেশে বন্দিনী। সুতরাং এক অভাগ্যের সঙ্গে যুদ্ধ করে নিজের অত্যোগ্য শক্তগুণে বঞ্চিত কর না। যদি তোমার পূর্ণ মহত্ব দেখিয়ে তোমার পিতাকে পূর্ণসুখে সুখী করতে চাও, তাহলে মেবেকার উদ্ধার সাধন করে এই রাজকুমারকে প্রদান কর।

মোবা। তা হ'লেত বাদসার সঙ্গে শত্রুতা করতে হবে।

ওমার। কিছু করতে হবে না।

উজীর। তা কেমন করে বলব সিতানরাজ! আপনি ত দরবারে সম্রাটের প্রতিজ্ঞা শুনেছেন!

ওমার। তবু করতে হবে না। জনাবালি, বিশ্বাস করুন—অন্তঃসার শূন্য গর্ব্বে আপনাকে সন্তুষ্ট করছি না—আমি বিনা যুদ্ধে এই দাম্ভিক সম্রাটকে বশীভূত করবো—তাঁর কন্যা গ্রহণ করবো। কিন্তু জনাবালি আমি তাঁকে বাদসার সম্মুখে প্রত্যাখ্যান করেছি। সৌন্দর্য্যে ভূষিত হ'লেও, আমি আর তাকে গ্রহণ করব না। আমি আর এক সুন্দরী দেখেছি! সাজাদীর রূপ-মোহের আবরণ তার দর্শনের সঙ্গে সঙ্গে ছিন্ন হয়ে গেছে! এক অপূর্ব্ব প্রেমশক্তি ছিন্নাবরণের অন্তরাল দিয়ে ধীরে ধীরে আমার হৃদয় মধ্যে প্রবেশ করে, আমার হৃদয়কে আয়ত্ত করে ফেলেছে। প্রেমের প্রভাব এতকাল বুঝতে পারিনি—ক্ষণপূর্ব্বে বুঝেছি! তার মুহূর্ত্তের স্পর্শ যুগের যাতনা আমার হৃদয় মধ্যে ঢেলে দিয়ে গেছে। এই অসহ্য যাতনা চিরদিনের জন্য বহন করতে, আপনার আদেশে আপনার এই মহানুভাব পুত্র, তাঁর হৃদয়ের সার সর্ব্বস্ব আমাকে দিতে প্রস্তুত হয়েছিলেন—আমি কি তা গ্রহণ করতে পারি! এস বন্ধু, তোমার প্রণয়িনীকে মুক্ত করবার উপায় অন্বেষণ করি। না পারি, এই রকমে হাত ধরাধরি করে দুজনে দুনিয়া পর্য্যটন করব।

ওমার। পিতা!

উজীর। যাও মোবারক! পিতা পুত্রের জন্য মহৎ সঙ্গ কামনা করে—মহৎ সঙ্গ লাভের জন্য কত লোক দুনিয়া ঘুরে বেড়াচ্ছে। তুমি বিনা আয়াসে ঘরের পাশে তাকে কুড়িয়ে পেয়েছ—ভাগ্যবান! এখনি তুমি তা গ্রহণ কর।

মোবা। সিতানরাজ!

ওমার। এখন প্রথম কার্য্য সাজাদীর উদ্ধার, কি বল সখা?

উজীর। উল্লাসে, বিস্ময়ে, ব্যাকুলতায়—তোমার সখার বাক্ রুদ্ধ

হয়ে গেছে। আমি বলছি। অস্ত্র উদ্ধার করবে। তবে আমি সম্রাটের গোলাম—আমি তার দুষমণের সাহায্য করবার অধিকারী নই।

[প্রস্থান।

খোবা। সত্য সত্যই আপনি আমাকে গ্রহণ করলেন সিতানরায়?

ওমার। (তুর্যধ্বনি।)

(ছদ্মবেশী সৈনিকগণের প্রবেশ)

ওমার। এই যে এরে আছি সখা! সমস্ত পাহাড়ী সরদারদের খবর দাও—তিন দিনের মধ্যে যেন তারা গুলমার্গ দুর্গের পাদদেশে সমবেত হয়। আমাদের পৌঁছিবার পূর্ব্বে যদি দুর্গমধ্যে প্রবেশ করতে পার উত্তম—না পার, আমার পৌঁছিবার অপেক্ষা। কিন্তু হুঁসিয়ার দুর্গাধিকারের পূর্ব্বে কেউ যেন তোমাদের অস্তিত্ব বুঝতে না পারে। সত্বর চলে যাও—সকলকে জানাও জীবনমরণ সংগ্রাম।

চতুর্থ দৃশ্য।

গুলমার্গ দুর্গের সন্নিকটস্থ হ্রদ।

আসাদ।

আসাদ। কি বললে রাণী? আমি বাদসাজাদী! শুধু তাই নয়, বাদসার সহধর্মিণী আমার মা! আমার নিষ্ঠুর পিতা আমার মাকে ছুটীয়ে পরিত্যাগ করে, দুনিয়ার মালিকানি ভোগ করছে! সড়ায়ে [illegible] বন্দিনীস্থুবিতা শ্রেষ্ঠ রত্নাদি সজ্জিত বাস [illegible], আর আমি গোলামবেশে, [illegible] [illegible] পুরুষবেশে, [illegible] [illegible] ঘুরে বেড়াচ্ছি! [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] আবদ্ধ করে, সেই

স্নিগ্ধ বুকে আমাকে রেখে পালন করেছ! মা! তোমার অকৃত্রিম সন্তান স্নেহ কি বৃথা যাবে? অজ্ঞাতসারে তোমার প্রাণের জ্বালার প্রতি স্পন্দনে আমি অভ্যস্ত হয়েছি। দুনিয়ার কোন্ বিভীষিকা আমাকে ভয় দেখাতে পারে? আমি কি তোমার অপমানের প্রতিশোধ নিতে পারব না? (হাসানের প্রবেশ) কি খবর?

হাসান। খবর ভাল নয় হুজুর—আমাদের আসবার এক ঘণ্টার বিলম্বে সমস্ত সুবিধা নষ্ট হয়ে গেছে। এক ঘণ্টা আগে দশ হাজার পল্টন শাজাদীকে নিয়ে দুর্গমধ্যে প্রবেশ করেছে। আমি উপস্থিত হয়ে দেখি, কেল্লার ফটক পড়ে গেছে। এক ঘণ্টা পূর্ব্বে উপস্থিত হতে পারলে, আমরা পল্টন পৌঁছিবার আগে কেল্লার মধ্যে প্রবেশ করতে পারতুম।

আসাদ। এখন?

হাসান। কেল্লার ফটক পড়ে গেছে—এখন লক্ষ সৈন্য চেষ্টা করলেও সে ফটক খুলতে পারবে না।

আসাদ। তবে এসে কি হ'ল?

হাসান। বৃথা আসা –

আসাদ। তুমি?

হাসান। আমি! কি বলব প্রভু, পূর্ব্বের 'আমি'র আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। তার সাক্ষী তুমি। তোমার প্রভুর এক মুষ্ট্যাঘাতে আমি অবসন্ন হয়েছি।

আসাদ। তাহলে শাজাদীর উদ্ধার হবে না? আমাকে ভাল বাসবার অপরাধে চিরদিন সে এই ভয়ঙ্কর দুর্গে বন্দী হয়ে থাকবে?

হাসান। তা আমি আর কি বলব? হুজুর! পূর্ব্বেই বলেছি, এই দুর্ভেদ্য দুর্গ জয় করবার বলের আমিই একমাত্র অধিকারী। কিন্তু বংশীর

পূর্ব্বে আমিও তোমার মতন একদিন এইখানে দাঁড়িয়ে এই দুর্গের পানে এমনি লক্ষ্য নয়নে চেয়ে ছিলুম। সম্মুখে কি দেখছ?

আসাদ। কি বিচিত্র! কি বিশাল—কি মহান! বিচিত্র বিশাল নীল জলাশয়ের উপরে, বিচিত্র মহান নীল শৈল যেন আকাশ ধরণীর সংযোগস্থল হয়ে অবস্থান করছে।

হাসান। আমিও একদিন এই বিচিত্র বিশালতার মর্ম্ম গ্রহণ করতে এইস্থানেই দাঁড়িয়েছিলুম। সম্মুখে এই হ্রদ, হ্রদ থেকে এই পাহাড়, পশ্চাতে এই বিশাল অরণ্য, আমি এই তিনের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকৃত চিন্তা-মগ্ন—প্রতিজ্ঞা এই দুর্গ জয় করতে হবে। আজ আমার দুর্ব্বলতার প্রশ্রয় পেয়ে আকাশে চাঁদ উঠে হাসছে, জলে চাঁদ ডুবে আমাকে রহস্য ইঙ্গিত করছে। কিন্তু সে দিন আমার শক্তিভয়ে আকাশে উঠতে সাহস করেনি—আমার চতুর্দ্দিকে অমাবস্যার অন্ধকার।

আসাদ। না হাসান, না ভাই, সেজন্য নয়। সেদিন দুর্ভাগ্যক্রমে চাঁদ তোমার সেই অমানুষিক বীরত্ব দেখতে পায়নি, তাই আজ দেখে ধন্য হবে বলে আগে থাকতে আকাশে উঠেছে।

হাসান। দোহাই হুজুর, একাজ মানুষের পক্ষে অসম্ভব। কোন অলক্ষ্য দৈবশক্তির সহায়তা না পেলে আমি কখনই উঠতে পারতুম না। তবে তাই একথা বলছি, যদি আমার পূর্ব্বের মতন শক্তি ও সাহস থাকত, তাহলে আজই সাজাদীকে উদ্ধার করবার শ্রেষ্ঠ দিন। কেননা একরূপ ক্রোশ পথ পর্য্যটন করে সমস্ত সেপাই—সাজাদীর সমস্ত সঙ্গী ক্লান্ত হয়েছে।

আসাদ। আমাদের অবস্থাতেই তা বুঝতে পারছি।

হাসান। যদি সাজাদীর উদ্ধার হয়, তবে সে আজ—আজ গেলে আর নয়।

আসাদ। আজ কি সহায়তা পাব না?

হাসান। কার সহায়তা হুজুর।

আসাদ। দেবতার।

(ওমারের প্রবেশ)

ওমার। অবশ্য পাবে—তোমার সতী জননীর আশীর্ব্বাদরূপ রজ্জু পর্ব্বতগাত্রে নিবদ্ধ আছে। আসাদ! আমি সেই রজ্জু ধরে তোমার গর্ব্ব রক্ষার জন্য দুর্গে প্রবেশ করতে চললুম। (জলে পতন)

আসাদ। তা হবেনা—প্রভু! আমার জন্য তোমাকে মরতে দেব না। মরতে হয় একসঙ্গে মরব—একসঙ্গে মরব। (জলে পতন)

হাসান। হা আল্লা! একি! এমন উন্মত্ত সাহসী আমি আর ত কখন দেখিনি! ধন্য তোমাদের সাহস-ধন্য তোমাদের সাহস। তবে তোমরা মরতে জান, আর আমি কি কেবল দাঁড়িয়ে দেখতে জানি! এসময় যদি তোমাদের সঙ্গে না মরব, তবে আর সুখে মরবার সময় পাব কখন? ঈশ্বর! বিশ বৎসর পূর্ব্বে তোমার নাম নিয়ে আমি আর একবার এই হ্রদে ঝাঁপ খেয়েছিলুম! তখন ক্ষুদ্র শক্তিতে আমার কিছু অহঙ্কার ছিল। এখন আমি বৃদ্ধ—আমাতে সে শক্তির কণা নেই। এখন শুধু তোমার নাম সম্বল—তোমার নাম হজরত!—তোমার নাম!—(জলে ঝম্প প্রদান)

পঞ্চম দৃশ্য।

গুলমার্গ দুর্গমধ্যস্থ কক্ষ।

রেবেকা ও সখীগণ।

(সখীগণের গীত)

ভালবেসে শুধু ভালবেসে, শুধু মুখখানি দেখে তার।
আপনার ঘরে আপনি বন্দিনী, ওগো রাণী, কেন মুখখানি করে ভার॥
তোমারে বাঁধিতে তোমারি প্রাণ,
তোমারে বিলাতে তোমারি দান,
যার অপমান সম্মানে সমান,
আপনার হাতে আপনি বেড়েছ করেছ গলার হার।
প্রেম যার প্রেম তার, তুমি কার কে তোমার।
কেন মিছে আঁখি জল সার॥

রেবেকা। যা বাঁদীরা সব চলে যা, আমার শরীর মন অবসন্ন হয়ে পড়েছে। আমাকে কিছুক্ষণের জন্ত একা থাকতে দে, বিশ্রাম করতে দে। (সখীগণের প্রস্থান) আর দেখা হলো না, বুঝি আর দেখা হবে না। আমি বন্দিনী, শুধু দেখবার অপরাধে, শুধু ভালবাসার অপরাধে আমি বন্দিনী। আর দেখা হলো না, বুঝি আর দেখা হবে না।

[প্রস্থান

ষষ্ঠ দৃশ্য।

হ্রদমধ্যস্থ গুলমার্গ পর্ব্বত।

ওমার ও আসাদ।

ওমার। তাইত আসাদ! দূর থেকে এক রকম দেখেছিলুম; কিন্তু পর্ব্বতের তলে এসে একে আর একরকম দেখছি। এ শৈল যে এত মহান, তাতো দূর থেকে অনুভব করতে পারিনি!

আসাদ। আমিও ত পারিনি প্রভু! এইটুকু সন্তরণে আসতে আমার হাত পা অসাড় হয়ে গেছে।

ওমার। আসাদ! আমি দুনিয়ার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সুন্দরী খুঁজে পেয়েছি।

আসাদ। কোথায় প্রভু!

ওমার। চাঁদের আজ এত শোভা কেন আসাদ?

আসাদ। ধরণীর চলন্তচাঁদ আজ নিশ্চল নীল শৈবালদলে ভেসে উঠেছে। কিন্তু পাদমূলে বিশাল হ্রদ তরঙ্গে তরঙ্গে এমন উল্লাস দেখাচ্ছে কেন প্রভু?

ওমার। যা কখন সে আর দেখবে না—তা' দেখেছে, চাঁদের কিরণে প্রস্ফুটিত কাঞ্চন শতদল নীলতরঙ্গে ভেসে উঠেছে। আসাদ! একবার চাঁদের পানে চাও, তারপর শীতল কিরণ মুখে মেখে সেই রূপ নিষ্কটাকে একবার এই দৃষ্টিহীনের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ কর! এ অপরূপ রূপ—এ মধুর হৃদয় এতকাল আমার কাছে কি অপরাধে লুকিয়ে রেখেছিলে প্রাণেশ্বরী!

আসাদ। নীরস শৈলতলে—নির্ম্মম হ্রদজলে—মৃত্যুর কোলে উপবেশন করে, এ আমি কি শুনছি! আর কি শোনাবার স্থান ছিল না? কি করলে প্রভু! আমি যে বান্দী—একি করলে রাজা!

ওমার। আর প্রভু কেন—প্রভু দাস হয়েছে আসাদ!

আসাদ। আর আসাদ কেন! আমি তোমার বাঁদী পলিন।

ওমার। পলিন! আহা কি মধুর নাম! পলিন—পলিন—আমার রাণী—বাঁদী ব'লনা। আমার গলদেশে বাহুবেষ্টনে একবার আমাকে ওমার বল।

আসাদ। অদৃষ্টের তীব্র রহস্যে আমার বড় হাসি পাচ্ছে! খোদা! পুরস্কার দিলে, কিন্তু কোথায় দিলে? এ উষ্ণসুধা কণ্ঠে ঢেলে গলাধঃকরণ করতেও পারছিনা, ফেলতেও পারছিনা! ওমার! মধুময় ওমার! উল্লাসে বিষাদে আমার সর্ব্বশরীরে অবসাদ! কি করব! তুমি এমন মধুর আমিও ত বুঝতে পারিনি!

ওমার। চির ব্যাকুলিত বক্ষ তোমার বিশ্রামের জন্য যে উন্মুক্ত রেখেছি প্রাণেশ্বরী!

আসাদ। দেখ ওমার! পর্ব্বত ভয় দেখাচ্ছে, গভীর হ্রদ ভয় দেখাচ্ছে, সম্মুখের তীরভূমি মরণ অন্ধকার-হৃদয়ে পুরে, আমাদের গ্রাস করবার জন্য যেন মুখ ব্যাদান করছে—আ! কিন্তু কি সুখের অবসাদ প্রাণেশ্বর!

ওমার। আহাহা—কি সুখের অবসাদ প্রাণেশ্বরী!

আসাদের গীত।

ঝুমিয়া মিলিয়া ঝুলিয়া সুর,
করে আত্মহারা মাতায় প্রাণ বঁধুর।
শুনিব কি কানে, বেঁধে, জল আঁখে,
ঢালিয়া দিব কি সমীরণে,
মগ্ন হব কি নয় পরশে মধু হতে সে মধুর।
অঙ্গুর পরশে মিশে মিশে মিশে
ভেসে যাব কতদূর।

(হাসানের প্রবেশ)

হাসান। বা! বা! তোমরা ধন্য! ধন্য তোমাদের সাহস। এই ভীষণ স্থানে বসেও তোমরা উল্লাস করছ!

আসাদ। হাসান তুমি এলে!

হাসান। তোমরা মরিয়া হয়ে জলে ঝাঁপ দিলে—আমি দেখে থাকতে পারলুম না। নাও—ওঠ।

আসাদ। ভাই, একটু বিশ্রাম কর।

হাসান। বিশ্রাম—এখানে কেন? বিশ্রাম একেবারে পাহাড়ের ওপরে সাজাদীর ঘরে।

ওমার। তুমি বালককে তীরে ফিরিয়ে নিয়ে যাও—আমি উঠি। তোমার ন্যায় সহৃদয় বন্ধুর মৃত্যু আমি দেখতে পারব না।

হাসান। (হাস্য) প্রভু! হাসান সঙ্কল্প ক'রে, মৃত্যু না হওয়া পর্য্যন্ত, কার্য্য শেষ রেখে ফেরে না। তোমরা ফের, আমি উঠি।

আসাদ। তবে সকলেই উঠি।

ওমার। ভাই, বালক পরিশ্রমে অবসন্ন হয়েছে।

হাসান। অবসন্ন হয়েছ প্রভু! বেশ, তবে পিঠে ভর দাও। যৌবনে এই পর্ব্বতে একা উঠেছিলুম। বার্দ্ধক্যে ঈশ্বর পৃষ্ঠে এক ভার সংলগ্ন করে দিলে। বেশ দাও। তবে—আমার প্রভু—আমার প্রভু—করুণাময়! বৃদ্ধ বয়সে তুমিই আমাকে দান করেছ! এস প্রভু! উপরে চেয়োনা—ভয় পেয়োনা—খোদার নাম নাও—পিঠে ভর দাও—ওঠ।

(উপর হইতে রজ্জু পতন)

ওমার। হে করুণাময়, হে করুণাময়! এ কি করলে! হাসান! চেয়ে দেখ। ধার্ম্মিক মুসলমান! তোমার মনের বল রজ্জুরূপে উপর থেকে তোমার সহায়তা করতে এসেছে!

হাসান। সত্যি—ইয়া আল্লা একি!

আসাদ। ওঠ হাসান-ওঠ—ঈশ্বরের মহৎ নাম স্মরণ করতে করতে ওঠ—হাসান—ওঠ!

সপ্তম দৃশ্য।

গুপ্তমার্গ দুর্গ মধ্যস্থ কক্ষ।

রেবেকা ও সখিগণ।

গীত*

জীবন গাথা দিয়ে আমার কথা তারে শোনাবো।
নয়ন আসারে রচিয়া মুকুতা হার
আজিয়ে প্রথমে তারে পরাবো॥
অনুরাগ অঞ্জন নয়নে মাখাবো তার,
তারি সুখ আশে তারে করে লব আপনার,
সরম দিয়ে দূর, তাহার মরম পরে,
মরম ভাসায়ে মোর দেখাব॥

[প্রস্থান।

(আসাদ, হাসান, সিস্তান সর্দ্দারের প্রবেশ)

সর্দ্দার। সম্রাটের অশ্বরক্ষক সেজে সম্রাটের সঙ্গে সঙ্গে আমি দুর্গে প্রবেশ করেছি। জানি তোমরা আসবে। সাজাদীকে উদ্ধার করতে হবে, তাই সঙ্গে সঙ্গে উদ্ধারের সমস্ত উপায় নিয়ে এসেছি। পাহাড়ী ভাঙ্গে সব পাহারাদারকে বেহুঁস করেছি। এইবারে কি করবো সর্দ্দার হুকুম কর।

---

* এই গানটী ১ম অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যে আসাদের গীত হইবে এবং সেই গানটী এই স্থানে বসিবে।

হাসান। আর তোমাকে কিছু করতে হবেনা। ভাই, ধন্য তোমার সাহস। এস আমার সঙ্গে এস, এই দুর্গের পলায়ন পথ আমার জানা আছে, এস আমার সঙ্গে আমরা পথ পরিষ্কার করি।

আসাদ। বিলম্ব করোনা চুপে চুপে। প্রভু বাহিরের রক্ষীরূপে অপেক্ষায় আছেন। একা—শীঘ্র যাও সংবাদ দিয়ে তার উৎকণ্ঠা দূর কর। (আসাদ হাসান ও সর্দ্দারের প্রস্থান।)

(রেবেকার পুনঃ প্রবেশ)

রেবেকা। শূন্য শূন্য! সবশূন্য! কি ভীষণ নিস্তব্ধতা এ পুরী আচ্ছন্ন করে রেখেছে! আমার হৃদয় পাষাণ, তাই এই পাষাণ পুরীতে এখনও জীবিত রয়েছি। আর কি দেখতে পাব না! নীলাচল শিখরের উপর রক্তিম-রাগ-রঞ্জিত যে জ্যোতি একবার মাত্র আমার হৃদয়াকাশে উদিত হয়ে, আমার চির-বিষাদ-তমোময় জীবনকে মুহূর্ত্তের জন্য সুখের দিব্যালোকে আলোকিত করে দিয়ে চকিতের মধ্যে মহাশূন্যে মিশিয়ে গেল, আর কি এ জীবনে সে জ্যোতির অমৃতস্পর্শ স্নিগ্ধালোক অনুভব করতে পারবো না! পিতা, এত নিষ্ঠুর তুমি! বিশ্ববিজেতা সম্রাটের কন্যা আমি কি অপরাধে আজ এই ভীষণ প্রস্তর দুর্গে বন্দিনী। শুধু দেখার অপরাধে! শুধু প্রাণ বিনিময় ভালবাসার অপরাধে আমি বন্দিনী!

(আসাদের প্রবেশ)

আসাদ। তাও কি কখন হয় বাদসাজাদী। প্রেম কখনও বন্দী হয় না। প্রাণ কখনও বন্দী হয় না।

রেবেকা। য়্যা য়্যাঁ একি! একি। স্বপ্ন—না মায়া?

আসাদ। স্বপ্ন নয় – মায়া নয় – সত্য। প্রত্যক্ষ জাগ্রত সত্য।

রেবেকা। তবে সত্যই কি তুমি, আমার প্রাণের আরাধ্য দেবতা,

আমার স্বপ্ন জাগরণের নিত্য সহচর, আমার ধ্যান ধারণায় জাগ্রত ছবি—সত্যই কি তুমি এসেছ?

আসাদ। ধীরে সুন্দরী ধীরে। প্রেমের সর্ব্বত্র অবাধ গতি, তাই এসেছি। সুন্দরী! যদি এই গোলামকে দেখা, এই বান্দাকে ভালবাসা জাঁহাপনার চক্ষে অপরাধ হয়, তাহ'লে এই শুভক্ষণে জাঁহাপনাকে শিক্ষা প্রদান কর। দাম্ভিক বিশ্ববিজয়ী সম্রাটকে বুঝিয়ে দাও যে, প্রেম কখনও বন্দী হয় না—প্রাণ কখনও বন্দী হয় না। চল আমার সঙ্গে চল, মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব কর না। যদি ভালবাসা তোমার মুখের কথা না হয়, তবে এখনই ওঠ, হাত ধর—সঙ্গে এস। চল আমার সঙ্গে চল, যেখানে প্রেমে অন্তরায় নাই, সেখানে চল। যেখানে ভালবাসায় দুঃখ নাই, যেখানে প্রণয়ী যুগল অবিরাম অবিশ্রামে স্বর্গীয় বিমল সুখ-সুধামগ্ন, তথায় চল। আমায় বিশ্বাস করে যেতে পারবে কি সাজাদী?

রেবেকা। তোমাকে বিশ্বাস! যাকে মুহূর্ত্তের জন্য দর্শন মাত্র জীবন যৌবন প্রাণ মন সব সমর্পণ করেছি, তাকে বিশ্বাস করতে পারবো কি না জিজ্ঞাসা করছো? তুমি কঠিন পুরুষ, নারীর হৃদয় জান না। চল এখনই চল, তুমি যেখানে যেতে বলবে সেই আমার স্বর্গ—চির সুখময়—স্বর্গীয় সৌরভে আমোদিত। চল কোথায় যাবে চল। আমার হাত ধর, হৃদয়েশ্বর আমার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপছে।

আসাদের গীত।

তুলি ধরি (ছবি) আঁকিতে যাই,
আকুলি ব্যাকুলি মুখটী চাই।
নয়নে নয়ন অবশ অঙ্গ,
তুলি গেল ঝরে একিরে রঙ্গ,
নয়নের ঠারে বিঁধেছে আমারে,
মরমে এখন মরিয়া যাই॥

কেবা তুমি কোথা আছ গো,
আমার হইয়া দেখ গো ;
মুদি গেছে আঁখি, রূপ দেখি কি লিপি।
ভেবে না পাই আকুল তাই ॥

[উভয়ের প্রস্থান।

(উজীর ও আলমামুনের প্রবেশ।)

আল। কি করবো উজীর? আমার নসীব! আমি বালককে দেখে মুগ্ধ হয়েছিলুম। কিন্তু আর ত পারি না। অভাগিনী রেবেকা না জেনে সেই বালকের রূপে মোহিত হয়েছে। যত দিন না সে মতি পরিবর্ত্তন ক'রে মোবারককে স্বামীরূপে গ্রহণ ক'রে, তত দিন সে এই ভীষণ দুর্গে আবদ্ধ থাকবে। আর সেই বালক, হতভাগ্য বালক—সেও ত জানে না! আর সে আমার আকাঙ্ক্ষিত বক্ষে স্থান পেলে না—চিরদিন বান্দা হয়ে তাকে থাকতে হল! কিন্তু এ কি উজীর! সমস্ত পুরী এমন বিষম ঘুমে আচ্ছন্ন! এ হ'ল কি!

উজীর। তাইত দেখছি জাঁহাপনা।

আল। এ সময় যদি শত্রু এসে দুর্গে প্রবেশ করতো, তাহ'লে রক্ষা করতো কে?

উজীর। আকাশ থেকে প্রস্তুত হয়ে যদি শত্রু ঝরে, তবেই এ দুর্গ অধিকৃত হতে পারে।

আল। নিজের শক্তিতে যে নিশ্চিন্ত হয়ে নিদ্রা যেতে পারে, তার ভাগ্যেই শত্রু আকাশ থেকে পতিত হয়।

(নেপথ্যে)। হুঁসিয়ার—হুঁসিয়ার সিস্তানী চোর কেল্লায় ঢুকেছে।

উজীর। একি—একি!

(জনৈক বাঁদীর প্রবেশ।)

বাঁদী। জাঁহাপনা সর্ব্বনাশ হয়েছে, সাজাদীকে সিস্তানীরা চুরি করে নিয়ে গেছে।

আল। যা—উজীর সব গেল! মান সম্ভ্রম ধর্ম্ম - সব গেল!

উজীর। কিছু যাবে না জাঁহাপনা, বরং সমস্ত জগতে আপনার মহিমা প্রচারিত হবে। (নেপথ্যে কোলাহল) চলে আসুন, চলে আসুন। ধন্য সিস্তানী। ধন্য সিস্তানী!

আল। লক্ষ সৈন্য নিয়ে সিস্তান অবরোধ করবো, যদি কন্যা না পাই সিস্তান ধ্বংস করবো।

[প্রস্থান।

অষ্টম দৃশ্য।

ভগ্নোদ্যান।

আইরিন।

আই। তারা আসছে—তারা আসছে—চারিদিকে রব উঠলো —তারা আসছে! পার্ব্বতী তটিনী অবিচ্ছিন্ন কল্লোলে গাইছে তারা আসছে! শৈলকন্দর প্রতিধ্বনি তুলে বলছে তারা আসছে। বিহগ-কাকলি-মুখর তরু আহ্বান গানে তাদের আগমন সূচনা করছে। মনে বিষম ব্যাকুলতা---এত দিনত কই কারও প্রত্যাশায় প্রাণ আমার এত ব্যাকুল হয় নি! এস ওমার, এস পলিন! বিশ্বজয়ী সম্রাটের গর্ব্ব লুণ্ঠন ক'রে আমাকে উপহার দাও!

(আসাদের প্রবেশ)

আসাদ। মা—মা—এসেছি।

আই। এসেছিস মা,—এসেছিস্ কি করলি—একা এলি?

আসাদ। সেকি মা। তোমার মেয়ে—আদেশ মাথায় করে বেরিয়েছি—একা আসব--বল কি মা!

আই। এনেছিস? প'লন। এনেছিস? এতদিন পরে কি তোর নাম ধরে ডাকতে পারব!

আসাদ। ডাকো মা! একবার আমাকে পলিন বলে ডাক—কোন যুগে মধুর আদরে একবার ওই নাম ডাকা শুনেছিলুম! ও নাম যে ভুলে গেছি মা!

আই। ওমার?

আসাদ। সাজাদীকে সঙ্গে নিয়ে মহলে প্রবেশ করেছেন?

আই। ফৌজ আসছে কার?

আসাদ। সম্রাট উন্মত্ত হয়ে লক্ষ ফৌজ নিয়ে সিস্তান আক্রমণ করতে আসছেন।

আই। ভয় নেই মা! বিশ্ববিজয়ী সম্রাট আজ বন্য রমণীর নিকট পরাজিত হবে। এ বিপদের দিন নয় মা, আনন্দের দিন, পুরস্কারের দিন। আজ তোমার মরা বাপের শ্রাদ্ধ হবে—আমার প্রতিজ্ঞা রক্ষা হবে। আজ তোমাকে জগৎ সমক্ষে পুরস্কৃত করবো—দুর্গের দ্বার মুক্ত করে তোমাকে দিব্য সুখ অনুভব করাবো। তোমার গলে নন্দনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পারিজাত হার অর্পণ করবো। এস মা পলিন, সম্রাটকে বন্দী করবার ব্যবস্থা করি।

[প্রস্থান।

নবম দৃশ্য।

সিস্তান—কবর।

(উজীর, আলমামুন ও ওমরাওগণের প্রবেশ)

১ম ওমরাও। দোহাই জাঁহাপনা, এ দুসমনের দেশে, এ বেশে আপনি আর অগ্রসর হবেন না! দোহাই জাঁহাপনা, ফিরুন—ফিরুন—

আল। উজীর! এদের বিরক্ত করতে নিষেধ কর—হুঁসিয়ার, যেন একজনও অস্ত্রধারী এখানে না প্রবেশ করে। যার অস্ত্র আছে, সে এখনি এ স্থান ত্যাগ কর। যদি আসতে চাও, অস্ত্র রক্ষা করে দীনবেশে এখানে ফিরে এস।

উজীর। জাঁহাপনা যা আদেশ করছেন, এখনি তা পালন করুন। (ওমরাওগণের প্রস্থান) জাঁহাপনা! বলতে সাহস করছি না—

আল। প্রিয় সুহৃৎ, বলবার আর কথা নেই—ভাই, কিয়ৎক্ষণের জন্য পূর্ব্ব জীবন-স্মৃতি ভুলে যাও—দীনবেশে নতমস্তকে—তোমার একটী দরিদ্র বন্ধুর পরিত্যক্ত বাল্য লীলাস্থলে একবার প্রবেশ কর। দেখ দেখ, শৈশব-স্মৃতি সহস্র পরীর মূর্ত্তি ধ'রে, আমাকে বেষ্টন করতে আসছে।

উজীর। জাঁহাপনা, আপনার গা টলছে।

আল। ভুলে গেলে—ভাই ভুলে গেলে! জাঁহাপনা? কে সে? (হাস্য) দেখতে পাচ্ছ না—তোমার সম্বোধনে তারা কি রহস্য করছে দেখতে পাচ্ছনা? আর ব'লনা—হুঁসিয়ার! ভুলে যাও—তোমার দরিদ্র বন্ধু -নাম থরম—এই ভগ্নকুটীর স্তূপের এক অংশে জন্মেছে! ধীরে—ধীরে—এখানকার মৃত্তিকা একদিন দরিদ্র ক্ষুধার্ত্তের অশ্রুজলে

সিক্ত হয়েছে। ধীরে—ধীরে—এ মৃত্তিকার স্পর্শশক্তি আছে—দুরন্ত পাদস্পর্শে এ মৃত্তিকাকে নিস্পীড়িত কর না।

উজীর। ধীর আমি সখা—তুমি অধীর হয়োনা! আমি দেখছি বিশ্ববিজয়শক্তি তার উদ্ভব মুখে স্ফুলিঙ্গে পরিণত হয়। অধীর পদক্ষেপে এ পবিত্র তীর্থে প্রবেশ কর না—ফিরে এস—ফিরে এস।

আল। ঠিক বলেছ সখা, অগ্রসর হতে সাহস হচ্ছেনা—ওই মধ্যে একটী দীন মৃত্তিকাস্তূপ দেখতে পাচ্ছ?

উজীর। পাচ্ছি।

আল। ওটীর ভিতরে কে লুকিয়ে আছে বুঝেছ?

উজীর। বুঝেছি। প্রিয় পরিত্যক্তা দারিদ্র্য নিস্পীড়িতা এক সতী জীবনভারে আক্রান্ত হয়ে ওই শান্তিময় দুর্গমধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করেছে।

আল। সখা, সমস্ত দুনিয়া ওই স্তূপ পাদমূলে অঞ্জলি দিলে কি ওই সতীর কৃপাদৃষ্টি লাভ করতে পারব না?

উজীর। তা যদি পাও, তা হলে বুঝবো, তোমার মত ভাগ্যবান এ জগতে আর কেহ কখন জন্মগ্রহণ করে নি।

আল। নইলে?

উজীর। ধরণী জয় করতে গৃহত্যাগ ক'রে, তুমি ধরণীবাসীর সমস্ত দুঃখ সম্ভার মস্তকে বহন করে এনেছ।

(আইরিনের প্রবেশ)

আই। সাধ্বী পত্নী-পরিত্যাগী বেইমান সিস্তানী। এত দিন পরে আমি তোমাকে আয়ত্তে পেয়েছি।

আল। অবনত মস্তকে শাস্তির জন্য প্রস্তুত হচ্ছি রাণী।

আই। তোমার শাস্তি সিস্তানের আইনে নেই।

উজীর। রাণী—রাণী—আমার সখার হয়ে, আমি তোমার কাছে অবনত জানুতে ভিক্ষা চাচ্ছি—মা, হতভাগ্য অপরাধীকে ক্ষমা কর।

সকলে। ক্ষমা কর মা—ক্ষমা কর।

উজীর। মা হতভাগ্যের ঘর গেছে—গর্ব্ব গেছে—ধর্ম্মের একমাত্র সঙ্গিনী স্ত্রী গেছে—শান্তির চূড়ান্ত হয়েছে—দীন প্রজাকে ক্ষমা কর।

রাণী। তোমরা ক্ষমা চাচ্ছ, কিন্তু এ ব্যক্তি ত চাচ্ছে না!

আল। আমি ত ক্ষমার যোগ্য নই, কোন সাহসে চাইব।

আই। তার উপর, তুমি আবার বিদ্রোহী। ফৌজ নিয়ে তুমি বারবার জন্মভূমি আক্রমণ করেছ।

আল। না রাণী বিদ্রোহী নই, ধর্ম্মযুদ্ধে সিস্তানরাজকে পরাস্ত করতে এসেছিলুম। যদি বিদ্রোহী হতুম, তাহলে বারংবার পরাজয়ের অপমান নিয়ে ফিরে যেতুম না। রাণী! দুনিয়া জয়ের সঙ্কল্পেই বারংবার তোমার সিস্তান জয় করতে এসেছি। পরাজিত হয়ে উল্লাসে ফিরে গিয়েছি। মনের এ উল্লাসের কারণ আমি কারও কাছে প্রকাশ করতে পারিনি। এত পবিত্র—তোমার সিস্তান আমার চক্ষে এত পবিত্র। সিস্তানীর গুপ্ত যুদ্ধমন্ত্র আমার সৈন্যের কাছে প্রকাশ করলে আমার যুদ্ধ জয় কেউ রোধ করতে পারত না।

আই। শুনে সন্তুষ্ট হলুম, ক্ষমা করলুম। তবে আজ আবার বহু সৈন্য নিয়ে এসেছ কেন?

আল। আজ কেন এসেছি বুঝতে পারছ ত রাণী! আজ বিদ্রোহী হবার সঙ্কল্প করে এসেছি। আজ আমার সব যায়—আমার পুত্র, সম্পর্ক না জেনে, আমার অভাগিনী কন্যাকে হরণ করে এনেছে। আমার ধর্ম্ম যায়—তা যদি যায়, গুপ্তমন্ত্র সমস্ত সৈন্যকে বলে দেব—একদিনে সিস্তানকে ভূমিসাৎ করে চলে যাব।

আই। বেশ তবে পুত্রকে তোমার সমস্ত ওমরাওগণের সম্মুখে পুত্র বলে স্বীকার কর।

আল। এখনি করছি। ওমরাওগণ!

(ওমরাওগণের প্রবেশ)

আল। ইস্তাম্বুলের দরবারে যে বালককে বান্দা বলে সম্বোধন করেছিলুম, শোন ওমরাওগণ, সেই বালক সম্রাট আলমামুনের সহধর্ম্মিণীর গর্ভজাত পুত্র। রাণী! এইবারে আমার উৎকণ্ঠা দূর কর।

আই। পলিন!

আসাদ। এই যে মা।

(রমণীবেশে আসাদ, রেবেকা ওমার ও মোবারকের প্রবেশ

সকলে। একি!

আই। (নতজানু) সম্রাট? ক্ষুদ্র পার্ব্বত্যরাণী অমর্য্যাদা করেছি। পুত্র নয় সম্রাট, কন্যা—বুকে ধরে রেখেছি।

আল। মা, মা,—তুমি যে বিশ্বেশ্বরী! আমি চিরদিন তোমার প্রজা। তোমার গৌরব নিয়েই আমি বিশ্বজয় করেছি, এ বিশ্ব তোমার।

আই। এইভগ্ন কুটীরস্তূপে—এক অংশে জন্মেছে। আজ হতে এই বালকের অভিভাবকত্ব গ্রহণ করুন—এতদিনে আমার কার্য্য শেষ হল। রেবেকা এই নাও, তোমার রূপমোহের শাস্তিস্বরূপ আমার পুত্র তুল্য—এই সাধু যুবককে গ্রহণ কর।

রেবেকা। মোবারক, অপরাধিনী আমি, আমাকে ক্ষমা কর।

আই। আর এত দিন সম্রাট, আপনার জ্যেষ্ঠা কন্যা। আপনার কনিষ্ঠাকে দেখিনি—এখন দু'জনকে একত্র দেখে, কে শ্রেষ্ঠা বুঝতে পারছিনি।

উজীর। আমি বলছি মা, জ্যেষ্ঠা সুতরাং শ্রেষ্ঠা। এস মা, আমি সম্রাটের হয়ে তোমাকে এই পুরুষ শ্রেষ্ঠের হাতে সমর্পণ করি।

আল। আর আমি আমার উপার্জ্জিত সমস্ত সাম্রাজ্য তোমাদের উভয়কে যৌতুক প্রদান করি।

(হাসানের প্রবেশ)

হাসান। জাঁহাপনা! গোলামকে মরণের চেয়ে বেশী শাস্তি দেবেন বলে বান্দা বালকের গোলামী করতে দিয়েছিলেন। কিন্তু নসীব তো আমাকে আপনার গোলামী ত্যাগ করতে দিলে না। মরণের চেয়ে বেশী শাস্তি গোলামের গোলামী, তার চেয়ে যদি কিছু বেশী শাস্তি থাকে গোলামকে দিতে হুকুম করুন।

আল। তার চেয়ে বেশী শাস্তি এই প্রাণহীনের প্রাণ। নাও হাসান, তোমাকে একতা-সূত্রে আবদ্ধ করবো বলে, এই বালকের অবস্থা পূর্ব্ব হতে জেনে তোমাকে তোমার অজ্ঞাতসারে তার অভিভাবক নিযুক্ত করে পাঠিয়েছিলুম। আজ তুমি আমি এই মহীয়সী রাণীর সম্মুখে এক অবস্থায় দাঁড়িয়েছি! নাও হাসান, আমার হৃদয় নাও।

হাসান। অপেক্ষা করুন জাঁহাপনা, অসম্পূর্ণ কার্য্যে গোলামকে এত পুরস্কার দেবেন না। মা! গোলামের কাছে যা প্রতিশ্রুত ছিলে পালন কর।

আই। কি বল।

হাসান। তুমি দৈবশক্তির অধিশ্বরী। সকলে সব পেলে, শুধু তোমার এই ভক্ত প্রজার সুখটুকু কি অসম্পূর্ণ থেকে যাবে!

আল। দোহাই হাসান! মর্ম্মদ্বার সবলে আবদ্ধ করে রেখেছি, তুই কেমন করে জানলি? ভিতরের মর্ম্মকথা কেমন করে পাঠ করলি? উদ্‌ঘাটন করিসনি—উদ্‌ঘাটন করিসনি।

হাসান। একবার দেখাও মা—একবার আমার রাজাকে দেখাও মা।

আল। দেখবো? কি দেখবো—কি দেখবো রাণী! স্বপ্নের আবরণ কি সত্য সত্যই উন্মুক্ত হবে!

আই। পাবার বিশ্বাস আছে?

আল। তোমার আশ্বাসে বিশ্বাস।

আই। অভিমানিনী! তোমার স্বামী এসেছে, তবে আর কেন ভুবনেশ্বরী, মুক্ত কবর থেকে উত্থিত হয়ে অনুতপ্ত পতিকে আশ্বস্ত কর।

(পট পরিবর্ত্তন)

সিংহাসনোপরি—রাণীর আবির্ভাব!

আসাদ। মা! মা!

আল। অনুতপ্ত—নতজানু—তোমার কুটীরে এসেছি। যদি বেঁচে থাক কথা কও।

রাণী। স্বামী, ভিখারিণীকে আশ্রয় দিন, অভাগিনীকে মার্জ্জনা করুন।

সখীগণের গীত।

স্বপনে শবণে গোপনে কয়,
আঁখির পলক পাশে আর থাকা ভাল নয়।
এস হৃদিধন, করিয়া যতন মনের মতন,
ভবন রচেছি তব তরে,
এস মোর প্রাণ সখা একবার দিতে দেখা,
এস ফিরে আপনার ঘরে
স্বপন কুসুম হেথা স্বপন মলয়
স্বপন বাসে স্বপন আকাশে,
স্বপন ভরা গানে স্বপন হারা প্রাণে,
ধীরে বয় ধীরে কথা কয়,
ভুবন হয়েছে স্বপন ময়॥

যবনিকা।